Year 11 | Issue 12
05 - 11 APR. 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১২
২১ চৈত্র ১৪৩০
২৫ রমজান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে দেশে বিদেশে তোলপাড়

বেনজীর আহমদের সম্পদের পাহাড়

স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামেই সবকিছু

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ভাঙ্গা চৌরাস্তা থেকে টেকেরহাট হয়ে সামনে এগোলেই গোপালগঞ্জের সাহাপুর ইউনিয়নের বৈরাগীটোল গ্রাম। নিভৃত এই পল্লীর মাঝে গড়ে তোলা হয়েছে সাভানা ইকো রিসোর্ট নামের এক অভিজাত ও দৃষ্টিনন্দন পর্যটনকেন্দ্র, যেখানে এক রাত থাকতে গেলে গুনতে হয় অন্তত ১৫ হাজার টাকা। রিসোর্টের ভেতরে ঘুরে দেখা গেছে একই সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর হাতেগড়া আভিজাত্যের অপরূপ মিশেল। বিশাল আকৃতির ১৫টি পুকুরের চারপাশে গার্ড ওয়াল, দৃষ্টিনন্দন ঘাট, পানির কৃত্রিম ঝরনা ও আলোর ঝলকানি।

পার ঘেঁষে রয়েছে বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স কটেজ। বিদেশি শিল্পীদের নিপুণ হাতে তৈরি হয় এসব স্থাপত্য নকশা। কটেজের ভেতর থেকে পুকুর পর্যন্ত এমন পথ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে মাটিতে পা ফেলার প্রয়োজন নেই; সরাসরি কটেজ থেকে কাচে ঘেরা আবরণ পেরিয়ে পৌঁছানো যায় শান-বাঁধানো ঘাটে। বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগসাভানা ইকো রিসোর্টের পরিধি এতটাই বড় যে সাহাপুর গ্রামের নাম লিখে গুগলে সার্চ দিলে এই রিসোর্টটিই

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

৩৪ বছরের চাকরিজীবনে বেনজীর আহমেদের মোট আয় ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা

ঈদ মোবারক

চাঁদদেখা সাপেক্ষে যুক্তরাজ্যে পবিত্র ঈদুল ফেতর পালিত হবে আগামী ১০ এপ্রিল বুধবার। একমাস সিয়াম-সাধনা শেষে ব্রিটেনের ৩৯ লাখ মুসলিম পবিত্র ঈদ উদযাপন করবেন। ওইদিন যুক্তরাজ্যের প্রতিটি মসজিদে ও বিভিন্ন পার্কে অনুষ্ঠিত হবে ঈদ জামাত। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে আলিঙ্গন করে ভুলে যাবেন হিংসা বিদ্বেষ। আবারও ভ্রাতত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ঈদ হোক নির্মল আনন্দের। ঈদ হোক সম্প্রীতির। ঈদ আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল সুখ ও সমৃদ্ধি।

ছুটির নোটিশ

পবিত্র ঈদুল ফেতর উপলক্ষে আগামী দুই সপ্তাহ সাপ্তাহিক দেশ বন্ধ থাকবে। তবে আমাদের অনলাইন সংস্করণ চবিবশ ঘণ্টাই সক্রিয় থাকবে।- সম্পাদক

দাড়ি রাখার অনুমতি দিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : সেনাবাহিনীতে দাড়ি রাখার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে যুক্তরাজ্য। এখন থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কোনো সেনা কিংবা কোনো কর্মকর্তা চাইলেই দাড়ি রাখতে পারবেন। তবে ওই দাড়ি ও গোঁফ কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত রাখছে কি-না, সেই বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি করা হবে।

গত শুক্রবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে সেনাবাহিনীই সবার পরে দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে টানা কয়েক বছর আলোচনার পর নতুন নির্দেশ জারি করা

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Fast | Safe | Guaranteed
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet

Southeast Bank Limited | AB Bank | Rupali Bank Limited | Rocket | Jamuna Bank | BRAC Bank | bKash | নগদ
Download the Ria App

ria Money Transfer

Eid al-Fitr Mubarak

Ria wishes all customers and agents an auspicious & blessed Eid.

020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransfer

Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকায় আদম পাচার

তিন মাসে ৪,৬০০ অভিবাসীর প্রবেশ

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : উন্নত জীবনের আশায় ছোট ছোট নৌকায় চেপে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আশ্রয়প্রার্থীদের ব্রিটেনে পৌঁছানোর রেকর্ড হয়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ব্রিটেনে ৪ হাজার ৬০০ জনের বেশি আশ্রয়প্রার্থী ব্রিটেনে পৌঁছেছেন। যেকোনও বছরের প্রথম তিন মাসে আশ্রয়প্রার্থীদের ব্রিটেনে পৌঁছানোর এই রেকর্ড প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের জন্য নতুন করে রাজনৈতিক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৭ মার্চ বুধবার হোম ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

টিকটকারের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বাংলাদেশি নারীরা

যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এক নারী

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : এক টিকটক ব্যবহারকারির লাগাতার ধর্ষণের হুমকি, অনলাইন ট্রলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে হতে আত্মহত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত এক বাংলাদেশি নারী। তাকে ‘অনলাইন লক্ষ্যবস্তু’তে পরিণত ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

শিশুদের স্মার্টফোন ব্যবহার বন্ধে আন্দোলন জোরদার

যুক্তরাজ্যে ১১-১২ বছর বয়সী প্রায় সব শিক্ষার্থীর হাতে স্মার্টফোন রয়েছে: স্কুলমন্ত্রী ডেমিয়েন হিন্ডস

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : ‘আমি কখন আমার নিজের স্মার্টফোন পাব?’-প্রায়ই শিশুদের কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হন অভিভাবকেরা। শিশুদের ওপর এ ধরনের গেজেটের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তাঁরা। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অভিভাবকদের মধ্যে স্মার্টফোনমুক্ত শৈশব গড়ার একটি আন্দোলন বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিন সন্তানের মা ডেইজি গ্রিনওয়েল। স্কুলশিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আন্দোলনটির ভিত্তি গড়েন তিনি। গ্রিনওয়েল বলেন, ‘আমি আমার সন্তানকে এমন কিছু দিতে চাই না, যা তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে ও এতে আসক্ত করে তুলবে। তবে আমি এটাও জানি, তার ক্লাসের বাকি শিক্ষার্থীদেরও স্মার্টফোনের চাহিদা রয়েছে। ফলে তাকে একা স্মার্টফোনমুক্ত রাখাটা চাপের।’

অভিভাবকেরা বলছেন, অনলাইনে শিশুরা মোটেও নিরাপদ নয়। এতে প্রায়ই তাদের অনলাইন বুলিং বা অনলাইন হেনস্তা, সামাজিক চাপ ও ক্ষতিকর কনটেন্টের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে বিষয়টি নিয়ে শিশুদের ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় বাড়ায় চরম উদ্বেগ

ঢাকা, ১ এপ্রিল : ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধে সরকারের খরচ দ্বিগুণ বেড়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সুদ বেড়ে ৮০ কোটি ৬০ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে একই সময়ে সুদ পরিশোধে সরকার খরচ করেছিল ৪০ কোটি ৩০ লাখ ডলার। অর্থাৎ সুদ পরিশোধের পরিমাণ ২০০ শতাংশ বেড়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়েছে। বিষয়টি উদ্বেগের। আর এই অবস্থার অন্যতম কারণ হলো গত এক দশকে বাংলাদেশ স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু ঋণ নিয়েছে। অন্যদিকে এসব ঋণের সুদহারও তুলনামূলক বেশি। ইআরডি'র প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি অর্থবছরের ৮ মাসে বিদেশি ঋণদাতাদের সুদ-আসল মিলিয়ে ২০৩ কোটি ডলার পরিশোধ করেছে সরকার। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৪২ কোটি ৪১ লাখ ডলার। এ ছাড়া জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ১২২ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১০২ কোটি ১১ লাখ ডলার।

এদিকে ইআরডি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ এবং বাজেট সহায়তার ঋণের জন্য ১.১৯ বিলিয়ন ডলার সুদ পরিশোধ করতে হবে। এরপর ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ করতে যথাক্রমে ১.৩১ এবং ১.৪১ বিলিয়ন ডলার। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশকে ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে ৪৯২ মিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের হিসাব ছিল ৯২৭ মিলিয়ন ডলার।

শুধু সুদ পরিশোধেই নয়, আগামী দুই বছরের মধ্যে আসল পরিশোধ বছরে ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা ইআরডি'র। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ করেছে ১.৪১৮ বিলিয়ন ডলার। সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১.৮৪৬ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরে যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ২.৩৭ বিলিয়ন ডলারে। বেশকিছু বড় প্রকল্পে গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা শেষ হওয়ার প্রভাবে পরের দুই অর্থবছর আসল পরিশোধ করতে হবে যথাক্রমে ২.৯০ এবং ৩.৩১ বিলিয়ন ডলার। আগামী অর্থবছরে সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হবে ৪ বিলিয়ন ডলার।

ইআরডি'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে সুদ-আসল মিলিয়ে পরিশোধের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩.৫৬৫ বিলিয়ন ডলার। তবে এরপরের অর্থবছর থেকে সুদ ও আসল পরিশোধ ৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সুদ-আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগীদের দিতে হবে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলার। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ আসল ও সুদ মিলিয়ে পরিশোধ করে ১.৯১৪ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে এর পরিমাণ ছিল ২.৭৯০ বিলিয়ন ডলার।

ইআরডি সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের এপ্রিলে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের জন্য চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ২.৬৬৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি হয়। এই ঋণের পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়েছে গত এপ্রিলে। ফলে চলতি অর্থবছর থেকে এ ঋণের আসলের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে বাংলাদেশকে। ১৫ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ২০২৬ সালের শেষে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নেয়া ১১.৩৮ বিলিয়ন ডলারের ঋণ পরিশোধ শুরু হবে। ২০ বছর মেয়াদের এ ঋণের জন্য প্রতিবছর ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আসল পরিশোধ করতে হবে। একই সময়ে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ঋণের আসল পরিশোধও শুরু হবে। তখন বার্ষিক আসল পরিশোধ পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ঋণ পরিশোধে বড় উল্লম্ফন ঘটবে।

ইআরডি'র কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) কাছ থেকে সোফর রেটে বাজেট সহায়তা নেয়ার কারণে সুদ পরিশোধের চাপ আরও বেড়েছে। বাজেট সহায়তা-সুদ পরিশোধের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণের আসল পরিশোধেও চাপ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ ও বঙ্গবন্ধু টানেলের মতো বেশকিছু মেগাপ্রকল্পের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ায় বাংলাদেশের ওপর এসব প্রকল্পের জন্য নেয়া ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের চাপ ক্রমে বাড়ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রো রেলের মতো বড় প্রকল্পগুলোর ঋণ পরিশোধ শুরু হলে চাপ আরও বেড়ে যাবে।

এ বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমরা দুই বছর আগেই বলেছিলাম, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমরা এও বলেছিলাম, ২০২৪ সালের পর থেকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমাদের সে বক্তব্যকে সরকারের নীতি প্রণেতারা তখন পাত্তা দেননি এবং নানা যুক্তি দিয়ে তারা বুঝিয়েছিলেন, বিদেশি ঋণ নিয়ে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এখন সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক কারণে বিষয়টি যতটা উদ্বেগের, নীতি প্রণেতাদের অস্বীকার, অবজ্ঞা ও অবহেলা তার চেয়ে বেশি উদ্বেগের।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে একটি অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছিলেন, '২০১৮ সালের পর দায়দেনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। আর শীর্ষ ২০টি প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের বড় ধাক্কা আসবে ২০২৪ ও ২০২৬ সালে। ঋণ পরিশোধের সবচেয়ে বড় অংশ ৩৬.৬ শতাংশ যাবে রাশিয়ার কাছে, এরপর জাপানে যাবে ৩৫ শতাংশ এবং চীনের কাছে প্রায় ২১ শতাংশ। পরিমাণের হিসাবে চীন তৃতীয় হলেও ঋণ পরিশোধের সময়সূচি অনুযায়ী তাদেরই বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে বাংলাদেশকে। এ বিরাট ধাক্কা সামলাতে কর আহরণ বাড়াতে হবে।

অভিযোগ আমলে না নিলে ফেসবুক ইউটিউব বন্ধ করে দেয়া হবে

ঢাকা, ১ এপ্রিল : সরকারের অভিযোগ আমলে না নিলে বাংলাদেশে ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। রোববার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত

নেয়া হয়। বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, তারা (ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল) বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সুপারিশ শোনে না। কারণ গুজব প্রতিরোধ ও সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এখানে কোনো অফিস নেই। আমরা বলবো যে, তারা আমাদের কথা শুনছে না। তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে কিছু সময়ের জন্য এসব সেবা বন্ধ থাকবে। আমরা প্রথমে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সঠিকভাবে জানাবো যে, তারা আমাদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে এই অপরাধ এবং গুজব চালাতে দিচ্ছে এবং এগুলো প্রতিরোধে তাদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। মন্ত্রী বলেন, প্রথমে কয়েকবার বলা হবে। প্রয়োজনে আমরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও বলবো, যেন মনে না হয় যে এখানে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আইনের বিধান হলো কোনো অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া। তারা আমাদের অভিযোগের তদন্ত করছে না। আমরা এখন গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনগণকে তাদের উদাসীনতা সম্পর্কে জানাবো, যেন বাধা (সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ) দেয়া হলে দায় সরকারের ওপর না পড়ে, বরং তাদের ওপরই বর্তায়।

জল্লাদ শাহজাহান

জীবন এত কঠিন জানলে জেলেই থেকে যেতাম

ঢাকা, ২ এপ্রিল : কারামুক্ত জল্লাদ শাহজাহান বলেছেন, কারাগারের বাইরের জীবন এত জটিল কেন? জীবন এত কঠিন হবে জানলে কারাগারেই থেকে যেতাম। ৪৪ বছর কারাবন্দি থেকে বাইরে এসে নানা প্রতারণায় পড়ে মনে হচ্ছে কারাগারেই ভালো ছিলাম।

সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে নিজের জেল-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও নানা প্রতারণার ঘটনা জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব বলেন তিনি। আলোচিত জল্লাদ শাহজাহান বলেন, আমি জানতাম না এত প্রতারক বাংলাদেশে রয়েছে। আমি ২৩ বছর বয়সে জেলে গিয়েছি, ৪৪ বছর কারাভোগ শেষে এক অন্যরকম দেশ দেখছি। বাইরের লোকের সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না, তারা এতটুকু নির্দয় হতে পারে আমার জানা ছিল না। তিনি বলেন, কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে আমাকে ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর কারাগারে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে আশীর্বাদ হিসেবে পাওয়া টাকাসহ মোট ১৮ লাখ টাকা আমি সাহায্য হিসেবে পাই। কিন্তু এখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। এখন কেউ আমাকে খাবার দিলে খাই, না দিলে না খেয়ে থাকি। আমার

থাকার জায়গা নেই। ফুটপাতে, গ্যারেজে বা কেউ আশ্রয় দিলে সেখানে থাকি। আমি আমার উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপির কাছে গিয়েছি কিন্তু কেউ আমাকে এক মুঠো ভাত দেয়নি, কাজ দেয়নি, সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিত্তবানদের কাছে নিজের থাকার ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, জেল থেকে বের হয়ে গত বছরের ২১ ডিসেম্বর সাথী আক্তার (২৩) নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে প্রতারিত হয়েছি। ৫৩ দিনের মাথায় সে পালিয়ে গিয়ে আমার নামে যৌতুকের মামলা দিল। সে আমার জমানো টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। অথচ আমার কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নেওয়ার সময় স্ট্যাম্পে লিখিত দিয়েছে, যার সব প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে। তার পরও আমাকে যৌতুকের মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। আমি থানায় মামলা দিতে গেলেও বউয়ের নামে মামলা করা যায় না বলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। পরে আইনজীবীর সহযোগিতায় রবিবার আদালতে আমার স্ত্রী, শাশুড়িসহ ছয়জনের নামে মামলা করেছি। আমি চরম অর্থনৈতিক সংকটে আছি। আমার কাজ করার মতো ক্ষমতা নেই, আয়-রোজগার নেই, অর্থের জোগানদাতা নেই, নিজের থাকার জায়গা নেই। ৪৪ বছর কারাভোগ শেষ করে এসে আমি এখন বাইরের মানুষকে বুঝতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি প্রতারকের খপ্পরে পড়ছি। জল্লাদ শাহজাহান বলেন, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। কোনোটিই আমি পাচ্ছি না। আমি আমার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলেন, কারাগার থেকে বের হলে আমার ভাগনে নজরুল আমাকে অটোরিকশা কিনে দেবে বলে আমার টাকা মেরে দেয়। এরপর অনেক কষ্টে একটা চায়ের দোকান দিই। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি দোকানে সময় দিত, সে চার মাস আমার সঙ্গে থাকার পর দোকানে থাকা ৩০ হাজার টাকা ও মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায়।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বানিয়েছে সরকার

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী আওয়ামী গণবিচ্ছিন্ন সরকার দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। রোজার মাসেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতায় বিরোধী নেতা-কর্মীরা গভীর আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক কমিশনার হারুন উর রশীদ হারুনকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বিবৃতিতে আরও বলেন, দখলদার আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী তাদের অবৈধ ক্ষমতা ধরে রাখতে দেশব্যাপী প্রতিদিনই বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নানা কায়দায় অবর্ণনীয় জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। বিরামহীনভাবে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে গ্রেফতার, ফরমায়েশি সাজা প্রদান ও কারান্তরিন করে বিএনপিসহ বিরোধী নেতা-কর্মীদের নাজেহাল করা হচ্ছে। আর এরই অংশ হিসেবে হারুন উর রশীদ হারুনকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ ধরনের অপকর্মের মাধ্যমে দখলদার, ফ্যাসিস্ট ও কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী অবৈধ সরকার দেশে নব্য বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। কিন্তু ডামি সরকারের শত জুলুম-নির্যাতনের মাঝেও বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

জনগণের আন্দোলন কখনো বিফল হয় না, জনগণের বিজয় হবেই। বিএনপি মহাসচিব হারুন উর রশীদ হারুনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বানোয়াট ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রত্যাহার এবং সাজা বাতিলসহ অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

বিএনপির চার শতাধিক নেতা-কর্মীর আগাম জামিন

ঢাকা, ১ এপ্রিল : দলীয় কর্মসূচির সময় সরকারি কাজে বাধা ও নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে করা পৃথক মামলায় চার শতাধিক বিএনপির নেতা-কর্মী ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছেন। আগাম জামিন চেয়ে তাঁদের করা পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ রোববার এ আদেশ দেন।

আগাম জামিন আবেদনের শুনানি থাকায় আজ আদালতে প্রাঙ্গণে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ভিড় দেখা যায়। আদালতে হাজির হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে তাঁরা আগাম জামিন চান। নারায়ণগঞ্জে করা পৃথক মামলায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুস ও আইনজীবী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নুরুল হুদা, গোলাম রাজীব ও রাশেদুল হক। ঢাকা ও চট্টগ্রামে করা পৃথক মামলায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনিরুল ইসলাম। চট্টগ্রামের দুই থানায় করা দুটি মামলায় ১৬ জন এবং ঢাকার দুটি থানায় করা ছয়টি মামলায় ৩০ জন নেতা-কর্মী আগাম জামিন পেয়েছেন বলে জানান তাঁদের আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি বলেন, আটটি জামিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৬ জন নেতা-কর্মী আগাম জামিন পেয়েছেন। গত বছরের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ-পরবর্তী সময়ে এ মামলাগুলো করা হয়।

এর আগে ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জে করা প্রায় ২৫টি মামলায় নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক খোকনসহ সাড়ে চার শ বিএনপির নেতা-কর্মী আগাম জামিন পেয়েছেন বলে জানান তাঁদের অন্যতম আইনজীবী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান। তিনি বলেন, আগাম জামিন চেয়ে পৃথক ৬২টি আবেদন করা হয়েছিল।

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্যায় হলে রাজপথে নামব: নুরুল হক

ঢাকা, ২ এপ্রিল : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্যায় হলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। তিনি বলেছেন, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, সারা দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ তা সমর্থন করছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে মুসলিম লীগের আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে এসব কথা বলেন নুরুল হক। তিনি বলেন,

‘বুয়েটে মেধাবী শিক্ষার্থী আবরারকে হত্যার পর ছাত্রলীগের যে অপরাজনীতির কবর রচিত হয়েছে, সেই অপরাজনীতিকে আবার চালু করার জন্য আওয়ামী লীগ সর্ব মহল থেকে আওয়াজ তুলছে।’

নুরুল হক বলেন, ‘যাদের বুয়েটে পড়ার যোগ্যতা হয়নি তারা বুয়েটকে ধ্বংসে ছাত্ররাজনীতি প্রবেশে চাপ দিচ্ছে। ছাত্রলীগের নেতারা দলবল নিয়ে বুয়েটে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। আমাদের পরিষ্কার কথা-বুয়েটের ছাত্রদের সাথে অন্যায় হলে আমরা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে রাজপথে নামব।’

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যে অপরাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, সারা দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ সেটাকে সমর্থন করছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সারা দেশের মতো বুয়েট দখলে ছাত্রলীগের অপরাজনীতি চালু করতে চাচ্ছে।’

অভিযানে নেমেছে যৌথ বাহিনী

রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংক লুট, ম্যানেজার অপহরণ

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংক লুট করেছে পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) । এছাড়া পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র, মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। রাস্তা থেকে ব্যাংক ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনকে অপহরণ করা হয়েছে। এদিকে অস্ত্রধারীদের হামলায় ইউএনও অফিস ও ব্যাংকের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিন জানান, রুমায় ব্যাংক লুট ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটেছে। ব্যাংক ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবরও পেয়েছি। তিনি বলেন, নেটওয়ার্কের সমস্যায় বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সেনাবাহিনীসহ যৌথ বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার অভিযানে নেমেছে। উপজেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দ মাহবুবুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে কুকি চিনের একটি দল হঠাৎ উপজেলা পরিষদ ঘেরাও করে। এরপর তারা ১০ জন কর্মরত পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে ১০টি অস্ত্র এবং পরিষদে কর্মরত আনসারের কাছ থেকে চারটি অস্ত্র ও ৩৫ রাউন্ড গুলি নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রশাসনের ভেতরে থাকা সোনালী ব্যাংকে প্রবেশ করে ম্যানেজারকে অপহরণ করে। এছাড়া যাওয়ার সময় মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ নিয়ে যায়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয়রা জানায়, রুমা উপজেলা পরিষদসংলগ্ন রুমা সোনালী ব্যাংকের শাখা ঘেরাও করে লুট করে কেএনএফ সশস্ত্র সংগঠন। এ সময় ব্যাংকের ভো□র তালা ভেঙে প্রায় দেড় কোটি টাকা লুট করা হয়। বাধা দেওয়ায় পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্যদের মারধর করে ১৪টি অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। যাওয়ার সময় তারাবি নামাজ শেষে ফেরার পথে সোনালী ব্যাংকের রুমা শাখার ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনকে অপহরণ করে সন্ত্রাসীরা।

অপহৃত ব্যাংক ম্যানেজার, লুণ্ঠিত অস্ত্র ও টাকা উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা অভিযানে নেমেছে। রুমা উপজেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ ঘটনার পর ইউএনও অফিসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টরা তাৎক্ষণিক জরুরি বৈঠক করেছে। ঘটনাস্থলসহ আশপাশের এলাকাগুলোয় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রুমা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) দিদারুল আলম জানান, সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়ে সোনালী ব্যাংকের প্রায় দেড় কোটি টাকা লুট করেছে। এছাড়া ব্যাংক ও ইউএনও অফিসের স্টাফদের মারধর করে তাদের মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ছিনতাই এবং পুলিশ ও আনসারের ১৪টি অস্ত্র লুট করেছে। যাওয়ার সময় পথ থেকে ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ করে। মারধরে বেশ কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছে। ব্যাংক থেকে দেড় কোটি টাকা লুট করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী। প্রায় ১০০ জনের মতো সশস্ত্র সন্ত্রাসী রুমা উপজেলা পরিষদসহ আশপাশের এলাকা ঘেরাও করে লুটপাট চালিয়েছে। রুমা উপজেলাজুড়ে এখন থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। তাণ্ডব ও লুটপাটের সঙ্গে পাহাড়ের সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ জড়িত।

দুদক চেয়ারম্যান মইনদ্দীন আব্দুল্লাহ বললেন

দুর্নীতিবাজরা এখন প্রকাশ্যে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটে

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মইনদ্দীন আব্দুল্লাহ বলেছেন, আগে দুর্নীতিবাজরা রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটত। যাতে লোকজন তাদের দেখতে না পায়। আর এখন তারা প্রকাশ্যে রাস্তার মাঝ বরাবর হাঁটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার পরও নিজেদের দুর্নীতিবাজ মনে করে না। সমাজে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করতে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। মঙ্গলবার সেগুনবাগিচায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দুদক বিটে কর্মরত রিপোর্টারদের সংগঠন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশন (র‌্যাক) এর স্মরণিকা ‘সুপথ’র মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

র‌্যাক সভাপতি জেমসন মাহবুবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাফি উদ্দিন আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিশনার (অনুসন্ধান) আছিয়া খাতুন ও দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন।

কমিশনার আছিয়া খাতুন বলেন, সবাই মিলেই দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। মামলার চার্জশিট ছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ করা যায়। তিনি সাংবাদিকদের গভীরে গিয়ে দুর্নীতির তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার-প্রকাশের আহ্বান জানান। যাতে দুদক কর্মকর্তারা ওই প্রতিবেদন ধরে ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে পারেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে দুদক সচিব বলেন, ‘আমার বিশ্বাস স্মরণিকা প্রকাশের মতো ইতিবাচক কাজ অব্যাহত রাখবে র‌্যাক। চেয়ারম্যান, কমিশনার ও দুদক সচিব তাদের বক্তব্যে

উপজেলা নির্বাচন : নাটাই মন্ত্রী এমপিদের হাতেই

ঢাকা, ২ এপ্রিল : তৃণমূলে নেতৃত্বের কোন্দলে চিন্তিত আওয়ামী লীগ। বিভাগীয় সমাবেশগুলো করতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের কোন্দল ও সংকটগুলো প্রকাশ্যে আসছে। বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতা তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার কোন্দল মেটানোর উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। এখন সবাই চেয়ে আছেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশনার ওপর। অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক এরইমধ্যে বেশ কয়েকবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মন্ত্রী ও এমপিদের সতর্ক করেছেন। স্থানীয় নেতৃত্ব নিয়ে তারা যেনো কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে সে আহ্বান জানিয়েছেন। এতে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। বরং নিজ সংসদীয় আসনে নিজেদের আধিপত্য ও প্রভাব বজায় রাখতে মন্ত্রী ও এমপিরা নির্বাচনী এলাকায় তাদের প্রভাব আরও মজবুত করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন তারা। অর্থাৎ তৃণমূল নেতৃত্বের নাটাই নিজেদের হাতেই রাখছেন মন্ত্রী ও এমপিরা। এতে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতৃত্বে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকলেও দলীয় সমর্থন দিতে চান সংসদ সদস্য, জেলা ও উপজেলার নেতারা। আওয়ামী লীগের বিভাগীয় মতবিনিময় সভাগুলোতে এমন প্রস্তাব করেছেন সংসদ সদস্য ও দলের তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাচনগুলোয় দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেবে না আওয়ামী লীগ। স্বতন্ত্রভাবে দলের নেতারা নির্বাচন করতে পারবেন। যেকোনো প্রার্থীর পক্ষে দলের নেতারা ভোট করতে পারবেন। দলের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে একক প্রার্থীকে সমর্থনের প্রস্তাব করেছে দলটির তৃণমূল। আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম

ও রংপুর বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় এমন প্রস্তাব করেছেন তৃণমূলের নেতারা। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুজিত রায় নন্দী বলেন, উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকলেও প্রার্থীকে দলীয় সমর্থনের প্রস্তাবনা আছে। চট্টগ্রামের বিভাগীয় নেতাদের মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সালাম বলেন, বলা হচ্ছে এমপি-মন্ত্রী বা জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা উপজেলা নির্বাচনে মাথা ঘামাবেন না। মাথা ঘামানোটা দৃশ্যমান না, দেখা যায় না। সবাই মাথা ঘামাবে। আগেও উপজেলা নির্বাচন হতো দলীয় প্রতীক ছাড়া কিন্তু সেখানে দল একজনকে সমর্থন করতো। তাহলে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকে। এখন যদি একটা উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে পাঁচ-সাত জন দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে এমপি একজনকে সমর্থন করবেন। জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা আলাদা আলাদাভাবে সমর্থন করবেন। এতে সংগঠন আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কুমিল্লা উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, আমরা এমপি হতে পারিনি। যারা সংসদ সদস্য হয়েছেন তাদের এমপি হয়েই থাকা উচিত। যারা স্বতন্ত্র এমপি হয়েছেন, তাদের স্বতন্ত্রভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেয়া উচিত। তাদের সংগঠনের বড় পদে রাখার দরকার নেই। স্বতন্ত্র এমপিরা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও এমপিরা এখন উপজেলা নির্বাচনে তাদের পছন্দের মাইম্যানকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছেন এবং সেই প্রার্থীর পক্ষে পরোক্ষ প্রচারণা করছেন। প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে এমপিরা যখন এই ধরনের প্রার্থী দিচ্ছেন এবং সেই প্রার্থী যখন স্থানীয় আওয়ামী লীগের মনঃপূত হচ্ছে না, তখন উপজেলাগুলোতে আওয়ামী লীগের অন্যরাও পালটা প্রার্থী দিচ্ছেন। এইভাবে প্রতিটি উপজেলায় চার থেকে পাঁচ জন প্রার্থী দেয়া হচ্ছে। আওয়ামী লীগের এক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরই স্থানীয় নির্বাচন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চ্যালেঞ্জ। তবে এবার যোগ্য প্রার্থী বাছাই হবে আমাদের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে রয়েছে দলীয় কোন্দল। দুই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আমরা উপজেলা নির্বাচনকে ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর করার চেষ্টা করবো। নির্বাচন নিয়ে নিজেদের মধ্যে যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, নজর রাখা হচ্ছে

খালেদা জিয়ার অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল

ঢাকা, ২ এপ্রিল : হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল। তবে তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা। গতরাতে তার শারীরিক সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের একটি জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, 'ম্যাডামের' চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে সকালে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে বিএনপি চেয়ারপারসন সিসিইউতে সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গত রাতে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের জুমের মাধ্যমে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেন, জুম বৈঠকে দেশীয় মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে কয়েকজন চিকিৎসক অংশ নেন।

যে সব বিদেশি চিকিৎসক খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্ত রয়েছেন, যাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় জুম বৈঠক করে বা অনলাইনে আলোচনা করে খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা পরামর্শ নিয়ে থাকেন- তারাও এই জুম বৈঠকে অংশ নেন। খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে ফখরুল-আব্বাস : চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। এরপর তারা একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানকেও দেখতে যান।

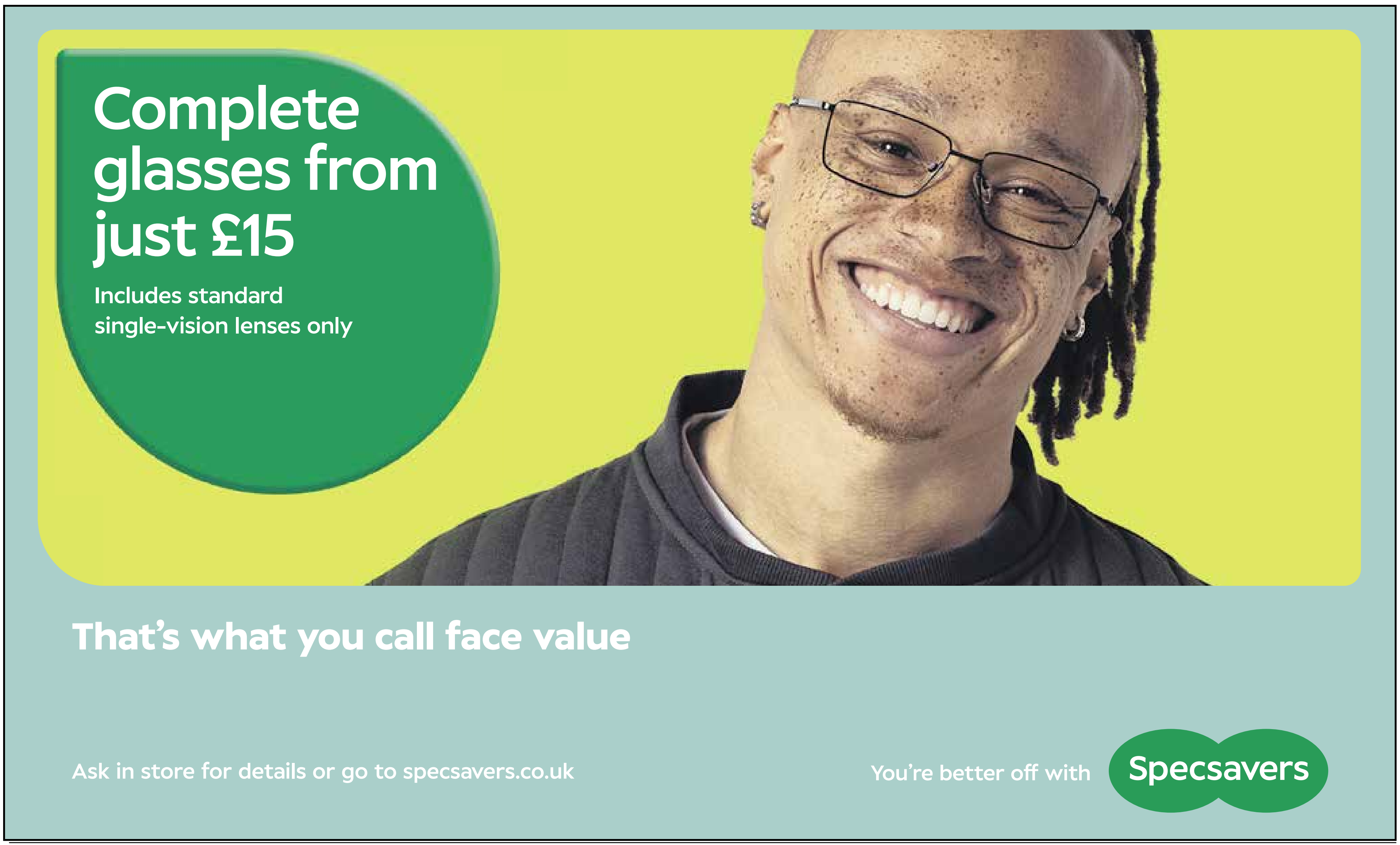

গ্রামীণ টেলিকম দুর্নীতি

ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : শ্রমিক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করেছেন আদালত। মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ বিচারক আস সামছ জগলুল হোসেনের আদালত শুনানি শেষে চার্জশিট গ্রহণ করেন। আগামী ২ মে মামলার পরবর্তী শুনানি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মামলাটি বিশেষ জজ আদালত-৪ এ বদলি করা হয়েছে। এ সময় ড. ইউনূস আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি, নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি ও যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা।

শুনানি শেষে আদালত থেকে বের হয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই মামলা সম্পর্কে বলেন, 'এখানো তো বিচার শুরু হয়নি। মাত্র অভিযোগ গ্রহণ করল। তবে যে কথাটা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি। এটা থেকে আপনিও মুক্তি পাবেন না। কথা হলো এ বিষয়ে আমার কী ভূমিকা ছিল। এই যে হেনস্তাটা হলো, আমি কি হেনস্তা মনে করেছিলাম? আর যদি হেনস্তা মনে করেই থাকি। এর জবাব সবাইকে দিতে হবে একদিন। হেনস্তা হয়েছি কিনা এটা ভিন্ন ব্যাপার।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমাদের ওপর অনেক বালা-মুসিবত। ব্যক্তিগতভাবে আমার ওপর বালা-মুসিবত, আমার সহকর্মীদের ওপর বালা-মুসিবত এবং দেশের ওপর বালা-মুসিবত। এই বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা যেন দোয়া করি।'

তিনি বলেন, 'সামনে ঈদ আসছে। ঈদ খুশির দিন। আমরা যেন এই ঈদ

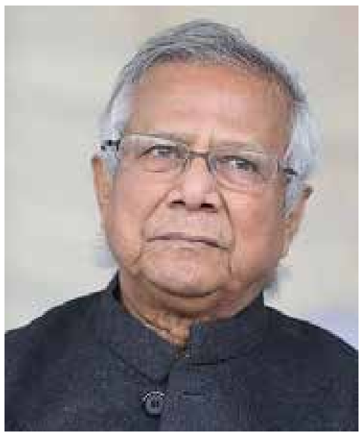

উদযাপন করতে পারি। সামনে পহেলা বৈশাখ আরও খুশির দিন। সব খুশি একত্রে আসছে। এর মধ্যে বালা-মুসিবত থেকে কীভাবে উদ্ধার পাব সেটা যেন সবাই মিলে চিন্তা করি। একভাবে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, দেশ বালা-মুসিবতের জন্য সমষ্টিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই এগুলো অতিক্রম করতে না পারলে আমাদের কোনো মুক্তি নেই, আমাদের রেহাই নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করি না। কতগুলো অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করি, কতগুলো স্বপ্ন নিয়ে কাজ করি। দেশের মানুষ বিশ্বাস করে এতে এগিয়ে এসেছে। দেশ-বিদেশের মানুষ এটাতে বিশ্বাস করছে এবং তারা উৎসাহিত হয়েছে। যেটাকে আমরা সামাজিক ব্যবসা বলছি, এটা আমাদের মনে হয়েছে মানুষের জন্য মঙ্গল হবে। মানুষের মঙ্গলের জন্য আমরা এটা করছি। সেজন্য দেশ-বিদেশের নেতারা এটা জানতে চায়, বুঝতে চায়। সবাই চায় আমাদের কাছ থেকে শিখতে। সারা দুনিয়া বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে চায়। আমাদের গৌরববোধ করতে হয়। তা না করে আমরা এমন কাজ করছি, আমরা যেন পাপের কাজ করে ফেলেছি। এমন অনুভূতি হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আইনের শাসন বলে যে জিনিস সেটা আমরা পাচ্ছি না কোথাও। আমরা এ দেশের অংশীদার, আমরা সবাই মিলেই দেশ। আমার অনুরোধ মাহে রমজান মাসে নিজেদের দিকে তাকিয়ে, নিজ নিজ ভূমিকা পালন করি। আমরা যেটা করতে চাচ্ছিলাম, সেটা করতে পারছি কি না। না করতে পারলে কীভাবে আমরা প্রতিবাদ জানাব, কীভাবে কথাগুলো শোনাতে পারব। সে পথ আমাদের বের করতেই হবে। এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

বালা-মুসিবত কী-জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বালা-মুসিবত হলো মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায়, সেভাবে থাকতে পারছে না। আইনের শাসন বলে যে জিনিসটা সেটা আমরা পাচ্ছি না।'

তার আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বিচারক মামলা গ্রহণ করে চার নাম্বার কোর্টে বদলি করেছেন। ২ মে শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে।

গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের ৩০ মে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। প্রথমে দুদকের মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। পরে চার্জশিটে নতুন একজন আসামি বেড়েছে।

আসামিরা হলেন-গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, পরিচালক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম ও পরিচালক এসএম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী। এছাড়া অ্যাডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, অ্যাডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান ও প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক কামরুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাচন

ভোটে মন্ত্রী-এমপিদের হস্তক্ষেপ দেখলেই ব্যবস্থা

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, উপজেলা নির্বাচনে অবৈধ

হস্তক্ষেপ করলে মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে মন্ত্রী-এমপিদের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত প্রশাসনও শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। কেউ কোনো ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ৭ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মার্কিন প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ঘুষ, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে

ঢাকা, ৩১ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর থেকে প্রকাশিত ২০২৪ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বাধা বিষয়ক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ঘুষ, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতাকে চিহ্নিত করেছে। বলেছে, এর ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দীর্ঘ ৩৯৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দুর্নীতি একেবারেই সাধারণ বিষয়। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয় ইলেকট্রনিক পোর্টাল চালু করেছে। কিন্তু মার্কিন অংশীদাররা তা নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আউটডেটেড বা মেয়াদোত্তীর্ণ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে সুবিধা দেয়া হয় পছন্দের দরদাতাদের। সরকারি টেন্ডারে আছে সার্বিক স্বচ্ছতার অভাব। মার্কিন বেশ কিছু কোম্পানি অভিযোগ করেছে, ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য মাঝে মাঝে স্থানীয় অংশীদারদের ব্যবহার করে তাদের বৈদেশিক প্রতিযোগীরা। ফলে মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে বাধা

ভোটে সংসদ সদস্যের ৫গুণ বেশি ব্যয়, ইসির কি কিছু করার নেই

ঢাকা, ১ এপ্রিল : আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারেন। বাস্তবে না হলেও কাগজে-কলমে প্রার্থীরা তাঁদের ভোটের ব্যয় ২৫ লাখ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। বাড়তি ব্যয়ের কথা কেউ কখনো স্বীকার করেন না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে এবার। নাটোর-১ আসন থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আবুল কালাম নিজেই বলেছেন, নির্বাচনে তাঁর ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার পাঁচ গুণ বেশি টাকা খরচ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রায় সবাই সংসদ নির্বাচনে কোটি টাকার বেশিই খরচ করেন। কিন্তু ভোট শেষে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁরা ব্যয়ের যে হিসাব দাখিল করেন, সেখানে তা ২৫ লাখ টাকার মধ্যেই রাখেন। নির্বাচন কমিশন (ইসি) যেহেতু প্রার্থীদের ব্যয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখে না, তাই আসল খরচের চিত্রটি কখনো সামনে আসে না। কিন্তু নির্ধারিত অঙ্কের চেয়ে বেশি টাকা খরচ করা দুর্নীতির অপরাধ। ইসির উচিত আবুল কালামের বক্তব্য ধরে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া। তবে ইসি বলছে, ফলাফলের গেজেট হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের করণীয় কিছু নেই।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, একজন প্রার্থী তাঁর জন্য দলের পক্ষ থেকে ব্যয় করা টাকাসহ সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা নির্বাচনে ব্যয় করতে পারেন। গত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটারপ্রতি ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ ১০ টাকা। কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে তিনি কোন কোন উৎস থেকে কত টাকা খরচ করবেন, তার পাওয়ার সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তাঁর সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ ২৫ লাখ টাকা। তাঁর হাতে থাকা নগদ টাকা, ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র ও পোস্টাল সেভিংসে থাকা টাকা থেকে তিনি এই টাকা খরচ করবেন। ভোট শেষে তিনি যে ব্যয় বিবরণী দাখিল করেছেন, সেখানে কত ব্যয় দেখিয়েছেন তা চেষ্টা করেও জানা যায়নি।

একটি সম্ভাব্য বিবরণী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। আর ভোট শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ব্যয় বিবরণী জমা দিতে হয়।

অন্য সবার মতো ভোটের আগে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আবুল কালাম নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা তবে আবুল কালামের নিজের বক্তব্য এই টাকার পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লাখ। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'নির্বাচনে ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এইটা আমি তুলব, যেভাবেই হোক। এটুকু অন্যায় আমি করব, আর করব না।' তাঁর ওই বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য নিজের বক্তব্যের বিষয়ে সংসদ সদস্য আবুল কালাম পরে বলেন, 'আমি সিরিয়াস কোনো কথা বলিনি। কথার কথা বলেছি। এটা মজা করেও বলা যেতে পারে। আমি নির্বাচনী খরচের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছি, আগামী দিনে আমি টাকার পাহাড় গড়তে চাই না, আমি শুধু খরচের টাকা তুলতে চাই। এটা অন্যায়ভাবে না কিংবা কারও কাছ থেকে অবৈধভাবে না। আমার সম্মানী থেকে উপার্জন করতে চাই। এই কথাকে বিকৃতভাবে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।'

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লেখ করা উৎস ছাড়া ভিন্ন কোনো উৎস থেকে নির্বাচনী ব্যয় বহন করেন বা সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ২৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করেন, তাহলে ওই প্রার্থী দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। এই অপরাধের সাজা দুই থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

অবশ্য নির্বাচন কমিশন বলছে, এখন আবুল কালামের বিরুদ্ধে কিছু করার এখতিয়ার তাদের নেই। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেন, প্রার্থীরা নির্বাচনের পর একটি ব্যয় বিবরণী দাখিল করেন। তবে এটি নিরীক্ষা করে দেখার মতো জনবল ইসির নেই। এ ছাড়া ফলাফলের গেজেট হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের কিছু করার থাকে না।

সচিব আরও বলেন, কোথায় কে কী বলেছেন, সে বিষয়ে ইসির কিছু করার নেই। নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট হওয়ার আগে যদি কেউ অভিযোগ করতেন যে কোনো প্রার্থী অতিরিক্ত ব্যয় করছেন, তাহলে কমিশন তখন তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারত।

ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেন, নির্বাচন কমিশন অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান নয়। তবে এখন দুর্নীতি দমন কমিশন বা সরকারের অন্য কোনো সংস্থা এটি খতিয়ে দেখতে পারে কোনো প্রার্থী হলফ করে যে ব্যয় করার কথা জানিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছেন কি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বা আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত হলে নির্বাচন কমিশন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

তবে ইসির বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তিনি মনে করেন, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অপরাধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আছে নির্বাচন কমিশনের। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নির্বাচন কমিশনের হাত অনেক লম্বা।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম সৌভাগ্যবানদের তালিকা তৈরি করুন

বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান যাই হোক, বিদেশে সেকেন্ড হোম গড়ার ব্যাপারে এ দেশের কিছু ভাগ্যবান এগিয়ে। কানাডায় রয়েছে বাংলাদেশি আমলা ও রাজনীতিকদের বেগমপাড়া। যে এলাকার সুরম্য ভবনগুলোর মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি আমলা, রাজনীতিকদের বেগমরা। সেকেন্ড হোম হিসেবে বাংলাদেশি বিশেষ ভাগ্যবানদের অন্যতম পছন্দ মালয়েশিয়া। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশটি যেমন কাছাকাছি তেমন অবস্থানগত দিক থেকেও। বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশিরা। এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৬০৪ জন বাংলাদেশি সে দেশে 'সেকেন্ড হোম' গড়েছেন। ২৯ মার্চ মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশটিতে গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৫৬ হাজার ৬৬ জন সক্রিয় 'সেকেন্ড হোম' পাস হোলডার রয়েছেন। তালিকায় ২৪ হাজার ৭৬৫ জন নিয়ে শীর্ষে চীন। এরপর যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়ার ৩ হাজার ৯৪০, জাপানের ৪ হাজার ৭৩৩, বাংলাদেশের ৩ হাজার ৬০৪, যুক্তরাজ্যের ২ হাজার ২৩৪, তাইওয়ানের ১ হাজার ৬১১ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৩৪০ জন। সিঙ্গাপুরের ১ হাজার ২৮২, ভারতের ১ হাজার ২২৩ এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ হাজার ৬৯। মালয়েশিয়া 'মাই সেকেন্ড হোম' প্রোগ্রামে ২০১৮ সালে ৫ হাজার ৬১০টি এবং ২০১৯ সালে ৩ হাজার ৯২৯টি আবেদন অনুমোদন দেয়। বছরখানেক বিরতির পর ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে প্রায় ১ হাজার ৪৬৮টি আবেদন অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সেকেন্ড হোম কর্মসূচিতে যারা মালয়েশিয়ায় বাসস্থান গড়েছেন তারা ১০ বছরের আগে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন না। প্রতি পাঁচ বছর পর তাদের ভিসা নবায়ন করতে হয়। আবেদনকারীদের সন্তানরা মালয়েশিয়ায় পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার সুযোগ পান। বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে যারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপায়ের আলাদিনের চেরাগ পেয়েছেন তাদের জন্য কর্মসূচিটি লোভনীয় হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করব সেকেন্ড হোম গড়া সৌভাগ্যবানদের তালিকা প্রস্তুত করে কীভাবে তারা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন তা উদঘাটনের চেষ্টা করা হবে।

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে

এম এ খালেক

গত ১২ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সার্কুলার নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকসংশ্লিষ্টদের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সার্কুলারটি মূলত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। 'ইচ্ছাকৃত ঋণগ্রহীতা শনাক্তকরণ ও চূড়ান্তকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা' শীর্ষক এ প্রজ্ঞাপনে শিডিউল ব্যাংকগুলোকে এমন কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা অতীতে আর কখনোই দেওয়া হয়নি। এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থান তুলে ধরেছে।

ব্যাংক খাতে বিদ্যমান পর্বতপ্রমাণ খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণখেলাপিদের নানাভাবে সুবিধা দিয়েছে, অর্থনীতিবিদরা নানাভাবে এর সমালোচনা করেছেন। সেই বাংলাদেশ ব্যাংক হঠাৎ করেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে এতটা কঠোর হতে যাচ্ছে কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের (আইএমএফ) কাছ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণের অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত ঋণের প্রথম কিস্তি বাংলাদেশের অনুকূলে ছাড়করণ করা হয়েছে। আইএমএফ ঋণদানের শর্ত হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিল। অনেকের ধারণা, আইএমএফের শর্ত পরিপালনের স্বার্থেই বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। যে কারণেই হোক, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণ অবশ্যই ভালো একটি উদ্যোগ। কারণ দেশের ব্যাংক খাতের আজ যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ভূমিকা অনেক। তাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি-যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করে আটকে রাখে। ব্যাংক খাতে দুই ধরনের ঋণখেলাপির উপস্থিতি বা অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একটি শ্রেণি নানা প্রতিকূলতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্যরে অভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। এরা প্রকৃত ঋণখেলাপি। আর যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করে আটকে রাখে, তারা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি। প্রকৃত ঋণখেলাপিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা গেলেও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া ঠিক নয়। সার্কুলারে বলা হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ঋণ পরিশোধ না করলে এবং জালিয়াতি, প্রতারণা, বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণ করলে তিনি বা সে প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে আখ্যায়িত হবেন।

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দুই ধাপ নিচের একজন কর্মকর্তার অধীনে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করতে হবে ৯ এপ্রিলের মধ্যে। নতুন করে কোনো গ্রাহক ঋণখেলাপি হলে সে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কি না, তা ৩০ দিনের মধ্যে যাচাই করতে হবে। কেউ ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য প্রদানের জন্য ১৪ দিনের সময় দিয়ে চিঠি দেওয়া হবে। ঋণগ্রহীতার বক্তব্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হলে অথবা তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত না হলে ব্যাংক এককভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ৭ দিনের মধ্যে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা যদি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যিনি ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবেন, তিনি কোনো ধরনের সুদ মওকুফ সুবিধা পাবেন না। তার ঋণ হিসাব পুনঃতফশিল করা যাবে না। ঋণের অর্থ পুরোপুরি শোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি খেলাপি হিসাবেই চিহ্নিত থাকবেন এবং এ সময়ের মধ্যে অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশ ভ্রমণ ও ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা নতুন কোনো কোম্পানি খুলতে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা সম্মাননা পাবেন না। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের তালিকা গাড়ি, বাড়ি, জমি, ফ্ল্যাট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি তার কাছে পাওনা পুরো ঋণের অর্থ পরিশোধ করলেও তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হতে পারবেন না। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা তাদের কাছে পাওনা অর্থ ব্যাংকের অনুকূলে পরিশোধ না করলে অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাংক উপযুক্ত আদালতে মামলা করতে পারবে।

খেলাপি ঋণ আদায়, বিশেষ করে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক কমিটমেন্ট। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ কখনোই কার্যকর ও সফল হতে পারে না। আইন প্রণীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য। কিন্তু ব্যাংক খাতে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব আইনি সংস্কার করা হয়েছে তার অধিকাংশই ঋণখেলাপি এবং অসৎ মানুষের স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত। কাজেই এসব আইনি সংস্কার বাতিল না করা হলে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করার কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হবে না।

ব্যাংক খাত থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। যেসব কোম্পানি বৃহৎ অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করেছে, তাদের কজন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, ঋণ গ্রহণকালে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অথবা অবৈধ অর্থ ব্যয় করেননি? ব্যাংক ব্যবস্থায় অবৈধ অর্থ ব্যয় করলে রাতকে দিন এবং দিনকে রাতে পরিণত করা যায়। ব্যাংক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা সব সময়ই সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে চলেন। ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তা ছাড়া কোনো খারাপ ঋণ সৃষ্টি হতে পারে না। ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং যাচাই-বাছাই করা হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে যেনতেন ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না। অনেক সময় তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তারা চাইলেও উপরের কর্মকর্তার নির্দেশে অনুপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদানের প্রস্তাব সমর্থন করতে বাধ্য হন।

যদি এ পর্যায়ে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংক আইনে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে তা বাতিল করতে হবে। কয়েক বছর আগে ২ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এক বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১০ বছরের জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একটি সূত্র মতে, ৩৮ হাজার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ গ্রহণ করে তাদের ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণ করেছেন। যারা এ সুযোগ গ্রহণ করে তাদের ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণ করেছেন, তাদের বেশির ভাগই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি এবং রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড প্রভাবশালী। এই ৩৮ হাজার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক আইন অনুসারে ঋণখেলাপি নন। তাহলে কীভাবে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করা হবে? এদের তো ঋণখেলাপি অভিধায় অভিহিত করা যাবে না। ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণ হচ্ছে কার্যত ঋণগ্রহীতাদের ঋণখেলাপির 'তকমা'মুক্ত করার একটি নিন্দনীয় কৌশলমাত্র। জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় কোনো নির্বাচনে কোনো ঋণখেলাপি অংশগ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায়, নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে খেলাপি ঋণ হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিতকরণ করে নেন। ফলে তাদের আর নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। কাজেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিত করতে হলে ঢালাওভাবে ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণ বন্ধ করতে হবে। ঢালাওভাবে খেলাপি ঋণ হিসাব পুনঃতফশিলীকরণ বন্ধ করা না হলে তারা আইনের ফাঁক গলিয়ে নিজেদের বের করে নিয়ে যাবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দুই ধাপ নিচের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি টিম ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যারা এ দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সংশ্লিষ্ট ঋণ অনুমোদনের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তাহলে কি তিনি সেই ঋণ হিসাবধারীকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইবেন? এতে তার দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এসে যাবে। ব্যাংকের একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতাদের নানাভাবে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এই কর্মকর্তারাই ঋণগ্রহীতাকে বলে দেবে কীভাবে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার তালিকা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক যদি সত্যিই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করতে চায়, তাহলে প্রথমেই দৃঢ় রাজনৈতিক কমিটমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। যারা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, তারা যাতে কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চি□তকরণ এবং বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য স্বাধীন ও শক্তিশালী কমিশন গঠন করা যেতে পারে। পরীক্ষিত, সৎ ও দক্ষ লোকবলের সমন্বয়ে এ কমিশনকে সাজানো যেতে পারে, যারা নির্মোহভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তা ঋণ অনুমোদনকালে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপের দায় শুধু ঋণগ্রহীতার একার নয়। ব্যাংক কর্মকর্তাও এই দায়ে দায়ী।

এম এ খালেক : অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

৩ শতাধিক পরিবার পেল ইস্ট হ্যান্ডসের রামাদান ফুড প্যাক

আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইস্ট হ্যান্ডস চলতি রামাদানের শুরু থেকেই সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৩ শতাধিক পরিবারকে রামাদান ফুডপ্যাক বিতরণ করেছে।

সিলেট শহরের গ্রীন ডিজেবলড সংস্থার অন্ধ শিক্ষার্থীদের রামাদানের পুরো মাস খাওয়ার উপযোগী খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি স্টুডেন্ডের হাতে ক্যাশ টাকাও দেয়া হয়।

এছাড়া মৌলভীবাজার সদর, সিলেট সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সুনামগঞ্জ সদর, জামালগন্জ ও দক্ষিন সুনামগন্জ উপজেলার অন্তত ৩ শতাধিক পরিবারের ১৮০০ মানুষের কাছে পুরো মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। চাল, তেল, ডাল, আলু, পেয়াজ, গুড়, আটা, মশলা, সেমাই, চিনি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৩০-৩৫ কেজি ওজনের খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় মাদ্রাসার গরীব ও এতিম ফান্ডে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়।

ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমরা বাংলাদেশে রামাদান ফুড প্যাক বিতরণ করতে পেরে আনন্দিত। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যমতো মানুষের মুখে রমজানের খাবার তুলে দেয়ার জন্য। এই কাজ সহজ হয়েছে আমাদের নিয়মিত কিছু ডোনারের সহায়তা দেয়ার কারনে। আমরা সবার প্রতি

লুটনে কাউন্সিলর আজিজুলের উদ্যোগে মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিল

যুক্তরাজ্যের লুটনের নর্থ লুটন এন্ড ব্রামিংহাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজিজুল আম্বিয়ার উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার লুটন টাউনের আনন্দ মহল সেন্টারে এই মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি বংশোদ্ভুত কাউন্সিলার আজিজুল আম্বিয়ার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, লুটনের কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শামীম হোসেন, মোঃ মতিন, জাহাঙ্গীর হোসেন, ফজিলত খান, খুররম চৌধুরী।
আলোচনা সভায় বক্তারা গত এক বছরে নর্থ লুটন এন্ড ব্রামিংহাম ওয়ার্ডের মুসলিমদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্যেগ নেয়ায় কাউন্সিলার আজিজুল আম্বিয়াকে ধন্যবাদ জানান। মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিলে ওয়ার্ডের নানা শ্রেণি পেশার মানুষজন অংশ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তাজপুর ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে প্রবাসী ইউনিয়নবাসীর মতবিনিময়

খালেদ মাসুদ রনি

যুক্তরাজ্যে সফরত তাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অরুনোদয় পাল ঝলক এর সাথে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তাজপুর ইউনিয়নবাসীর মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ ব্রিকলেইনের একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিলে সভাপত্বিত করেন মো: রফিক উল্ল্যা।

মতবিনিময় সভায় অরুনোদয় পাল ঝলক ইউনিয় পরিষদকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে তুলতে সকলের সহয়োগিতা কামনা করেন। একই সাথে সকলকে ইউনিয়ন পরিষদ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান।

হারুনুর রশিদ হারুনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরিফ, সহ-সভাপতি জলাল উদ্দিন, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, কবির উদ্দিন আহমদ, আজাদ বক্ত চৌধুরী, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আনহার মিয়া,আহলাদ আলী,সুফি মিয়া,মসিউর রহমান মশনু,আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিম, জামাল খান, সুহেল মিয়া,সুরত আলী,এমরান আহমদ,নেপুর আলী,মোহাম্মদ আলী সাইস্তা,সেলিম আহমদ, মুহিবুর রহমান, মশিয়ুর রহমান, আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিম, হিরা মিয়া,আব্দুল শহিদ,কামাল আহমদ,আনহার মিয়া,রুহুল আমীন,জুলফিকার আলী খান সুহেল,রাসেল আহমদ,আব্দুল বারী রেজ ন,সুহেল মিয়া,রিপন চৌধুরী,আব্দুল আলীম,জয়নাল মিয়া,মেহের সিকদার,সমির মিয়া, মো: আলী, সুমন মিয়া,লিটন মিয়া,নাজমুল ইসলাম ইমন,শামীম আহমদ,টুনু মিয়া,জুয়েল মিয়া, মিজান মিয়া, কবির আহমদ প্রমুখ। বিপুল সংখ্যক তাজপুর এবং ওসমানীনগর বাসীর উপস্থিতির জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মি রবীন পাল।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী দিলওয়ার হোসেনকে সংবর্ধনা প্রদান

গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল ও কালচারাল ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি, পপলার ল্যান্সবারী ওয়ার্ড লেবার পার্টির সহ সভাপতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোঃ দিলওয়ার হোসেনের স্বদেশ আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা প্রদান ও ইফতার মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ এপ্রিল সোমবার বিকেলে গোলাপগঞ্জ পৌর শহরের একটি পার্টি সেন্টারে এ সংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে গোলাপগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগ।

গোলাপগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহেল আহমদের সভাপতিত্বে ও যুবলীগ নেতা শামীম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের সংবর্ধিত অতিথি মোঃ দিলওয়ার হোসেন গোলাপগঞ্জ উপজেলার মানুষের কাছে একজন সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত। তিনি এ উপজেলায় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে গরীব দুঃখী অসহায় মানুষদের পাশে সব সময় থাকেন। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে মোঃ দিলওয়ার হোসেন বলেন, আমায় এভাবে সম্মান দেওয়ার জন্য আমি গোলাপগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমি প্রবাসে থাকলেও আমার হৃদয় জন্ম মাটিতে পরে থাকে। আজকে সবার সাথে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউ কের ভাইস চেয়ারম্যান জবরুল ইসলাম লনি, বিবিসিভি ইউকের চেয়ারম্যান সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ট্রাষ্টের জয়েন্ট ট্রেজারার কামরুজ্জামান চাকলাদার।বক্তব্য রাখেন পৌর আওয়ামী লীগ নেতা আশিদুর রহমান আশাই।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মুকিত, হাদিউজ্জামান মাসুম, কাওছার খান, সাদেক আহমদ, আফতাব উদ্দিন, শাহিন আহমদ, লুলু মিয়া, রফিক আহমদ, মাহমুদ হোসেন, হারান দাশ, গিয়াস উদ্দিন, ফয়াজ আলী, বিলাল আহমদ, মাহমুদ আলী, আলাউদ্দীন আলাই, আলা উদ্দিন, পৌর যুবলীগ নেতা রুমেল আহমদ, আফজাল আহমদ, চেরাগ আহমদ, শেখ হৃদয়, রাহেল আহমদ, মারুফুল হক, জুয়েল আহমদ বাদশা, আবিদ আহমদ, রাহেল আহমদ, রিয়াদ আহমদ, মিজান আহমদ, হালিম হাসান, রাজন আহমদ, জাফরুল ইসলাম তারেক, রুহেল আহমদ লাকি, পাপলু আহমদ, কামরান আহমদ সামি, তানভীর আহমদ, রিমন আহমদ, রিপু আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম রুহিত, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুজন আহমদ, লক্ষীপাশা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির আহমদ প্রমুখ। মোনাজাত পরিচালনা করেন ঘোষগাও ইসলামীয়া মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামীম মাওলানা সাদেক আহমদ।

লিংকন্স ইন থেকে বার-এট-ল ডিগ্রী অর্জন করলেন ওবায়দুল হক

রাজু আহমদ, বার্মিংহ্যাম : বার-এট-ল (ব্যারিস্টার) ডিগ্রী অর্জন করলেন পাবনার কৃতি সন্তান মোঃ ওবায়দুল হক। তিনি ঐতিহ্যবাহী এবং স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান দ্যা অনারেবল সোসাইটি অব লিংকন্স ইন থেকে চলতি বছরে কল টু দ্য বারের মাধ্যমে বার-এট-ল ডিগ্রী লাভ করেন।

ওবায়দুল হক ১৯৭৭ সালে ১৫ মে পাবনা জেলার অন্তর্গত ফরিদপুর উপজেলার মৃধাপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনওয়ারিনগর মডেল সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বনওয়ারিনগর সি.বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে স্টার মার্কস নিয়ে কৃতিত্বের সাথে সেন্টার ফার্স্ট হন। অতঃপর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ থেকে স্টার মার্কস নিয়ে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫-৯৬ সেশনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি প্রথম চাকরি হিসেবে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপির অধীনে আর্সেনিক এবং মিটিগেশন প্রজেক্টে কিছুদিন কাজ করেন। এছাড়া তিনি ডিএইচএল গ্লোবাল ফরওয়ার্ডিং এ কয়েক বছর কাজ করার পাশাপাশি আরো কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। কিন্তু আইন পেশার প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেট্রোপলিস আইডিয়াল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ওবায়দুল হক ঢাকা জজ কোর্ট ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও অ্যাডভোকেট। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

লন্ডন ইম্পেরিয়াল গ্রুপের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

লন্ডন ইম্পেরিয়াল গ্রুপের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মার্চ সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শফিকুর রহমান, কামরুল হোসেন ও আরিফ আহমেদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবদুল মুহিত।

বেলাল আহমেদের কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া ইফতার ও দোয়া মাহফিলে দিক নির্দেশনামূলক সূচনা বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শেখ মহিতুর রহমান বাবলু। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম, জগলু আহমেদ, জুনায়েদ আহমেদ, জাকির আহমেদ, রফিকুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, আব্দুর রহমান, গাউস আলী, শাহ আলম প্রমুখ।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন দুলাল আহমেদ, পলাশ, লুবান, নুরুদ্দিন, শামীম আহমেদ, খায়রুজ্জামান, শরীফ আহমেদ, ওমর, হাফিজ রহমান প্রমুখ।

ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এমন আয়োজনের জন্য সকলে কামরুল হোসেন ও আরিফ আহমেদকে ধন্যবার জানান এবং লন্ডন ইম্পেরিয়াল গ্রুপের জন্য শুভ কামনা করেন।

শুধু আলোচনা পর্যালোচনা ও প্রীতি ভোজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে লন্ডন ইম্পেরিয়াল গ্রুপ আগামীতে নিজেদের মাঝে সম্পর্কের সেতু বন্ধন ও সেবামূলক কাজেও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইফতার মাহফিলে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাকসুদ হোসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় রেডব্রিজের শেরিয়াজ রেস্টুরেন্টে এই ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে সমিতির আহবায়ক আকিকুর রহমান আকিকের নেতৃত্বে পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সদস্য সচিব পারভেজ আহমেদ। শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক শাহীন শাহ আলম চৌধুরী, রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান।

অতিথিরা প্রথমে আকিকুর রহমান আকিক এবং তার দলকে দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য সংগঠন গঠনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে তাদের সর্বোত্তম কামনা করেন।

এছাড়াও তারা সংগঠনের প্রতি তাদের আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেন। অন্যান্য বক্তারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং সদস্যপদ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তারা হলেন শমসের মিয়া, মুজিবুর রহমান, ফেরদৌস শেরদিল, এমরান আহমেদ, আক্তার হোসেন, শাজান, শাহান চৌধুরী, মহি উদ্দিন, জিম্মন আহমেদ প্রমুখ।

সভা শেষ হওয়ার আগে, আহ্বায়ক আকিক ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকার সকল অতিথি ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে এই ধরণের আয়োজনে আমাদের একে অপরের সাথে দেখা করার এবং শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ রয়েছে। তিনি আরও গর্বিতভাবে শমসের মিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানস্থল এবং সকলের জন্য ইফতার উপভোগ করার জন্য তার সর্বাত্মক সাহায্য এবং সমর্থনের শ্রদ্ধা জানান এবং দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যান সমিতি ইউকের সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য সবাইকে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ রিজেনারেশন ট্রাস্ট দাতা ও সমর্থকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল

আনন্দগন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রিজেনারেশন ট্রাস্ট (বিআরটি) এর দাতা ও সমর্থকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ মার্চ রবিবার ইমপ্রেশন ইভেন্ট ভেন্যুতে ওয়েস্টহ্যামে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বিআরটি চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আলী।

বিআরটি সচিব নাজির আলী এবং সদস্য ইয়াহইয়া আলকাছ মিয়া যৌথ পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর প্রিন্সিপাল আশিদ আলী, মুহি মিকদাদ, হারুন রশিদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের সিইও শেখ অলিউর রহমান, ব্রিকলেন ফিউনারেল সার্ভিসের পারভেস কোরেশী, বিপিকেপি আশিকুর রহমান, জয়ন মিয়া, বিএসএ ইউকে-এর কয়েস মিয়া, শহিদুল আলম রতন, ইমরুল গাজী, বিআরটি কোষাধ্যক্ষ মোস্তফা হোসেন, নির্বাহী কমিটির সদস্য, আলম শেখ, মঈন উদ্দিন আনসার, আব্দুল হাকিম, কামাল আহমেদ, তালিব উদ্দিন,নজরুল হক প্রমুখ। কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিবেশন করেন মিশরের শায়খ আহমেদ রজব।

সভায় বক্তারা বলেন, বিআরটি বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবিকা খাতের মাধ্যমে তাদের এক দশকেরও বেশি ধরে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার পরিবার উপকৃত হচ্ছে। একই সাথে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের তাদের শিকড়ের সাথে পুনঃসংযোগ করছে। সভায় তমজিদ কাদির আযান এবং উদ্বোধনী তেলাওয়াত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট সিটি ক্লাবের ইউকের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বসবাসকারী বৃটেন প্রবাসীদের সংগঠন সিলেট সিটি ক্লাব, ইউকের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মার্চ সোমবার ইষ্ট লন্ডনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলে সিলেট সিটি ক্লাব ইউকের

সভাপতি আবুবকর ফয়েজী সুমনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল বাছিত তপুর পরিচালনায় ইফতারের পূর্বে সিটি ক্লাবের সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত সিটি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইফতারের পূর্বে সিয়াম সাধনার মাস রমজানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাওলানা আব্দুস সালামের দোয়ার মাধ্যমে পুরো মুসলিম উম্মার শান্তি কল্যান কামনা করা হয়।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সাবুল শামসুজ্জামান, শাহিন আহমদ শাহিন, জিয়ার আহমদ, কাজী দেলওয়ার হোসেন, জাকির হোসেন,সেলিম হোসেইন, শাহিন মোস্তফা, রুনু মিয়া, শিপার আহমেদ বাবলা, আব্দুল মুমিন, জহির উদ্দিন লাকী, আনজুম আলম, আতিকুর রহমান পাপ্পু শহিদুল ইসলাম মামুন,ছালেহ গজনবী, তপু শেখ, সুজাত আহমেদ ইয়ামিনুর রহমান রুবেল, মিজানুর রহমান মিজান, মহান চৌধুরী, এলাহী বখশ এনাম, সালাউদ্দিন মামুন, আমির খছরু, জাকির হোসেন ফাহিম, নাসিম চৌধুরী, আব্দুল্লাহ রহিম বাপন, মোঃ আশরাফ, জিয়া ইসলাম জিয়া, সৈয়দ নওসের বাদল,রেদওয়ান খান, ইয়াওর আলী, মোঃ আমিন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবুল হক মনি, আব্দুল মুকিত, আবদুর রহিম বেগ, নূরুল আমিন খোকা, মাহতাব আহমদ, ইস্তাব উদ্দিন আহমদ, মুনিম আহমদ, ফখরুল ইসলাম বাদল, আনোয়ার হোসেন টিপু প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে ১১স্টার বেথনাল গ্রিন ক্রিকেট ক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

লন্ডনে ১১ স্টার বেথনাল গ্রিন ক্রিকেট ক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (১ এপ্রিল) ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের একটি অভিজাত হলরুমে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রায়হান আহমেদ। কামরুল হোসাইন ও আনসার আহমেদর পরিচালনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাহান আহমেদ।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এমদাদ আহমেদ ,ইমরুল আহমেদ, কামাল আহমেদ, আশরাফ আহমেদ,অপু আহমেদ, জামিল খান, শরীফ আহমেদ, ফুয়াদ আহমেদ, আমজাদ আহমেদ, সাজ্জাদ আহমেদ, সোহাগ আহমেদ,সুমন আহমেদ, রাজু আহমেদ ,আফজাল হুসাইন, শরীফ আহমেদ প্রমুখ।এ সময় সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুন্না, সিরাজ, জাবের, আনোয়ার, সুমন, এনাম, আলমগীর ও সুজন উজ্জ্বল। ইফতারের আগ মুহূর্তে বিশ্ব শান্তি সমৃদ্ধি ও ব্রিটেনের প্রভাবশালী '১১ স্টার বেথনাল গ্রিন' ক্রিকেট ক্লাবের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা জাহান আহমেদ।

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
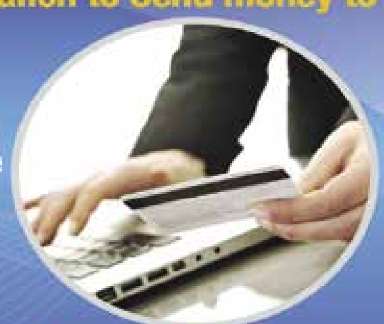
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের উদ্যোগে কেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নতুন প্রজন্মকে পবিত্র কোরআন চর্চায় অনুপ্রাণিত এবং শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার লক্ষ্যে ব্রিটেনে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হয়েছে ইউকে কেরাত প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে। গত ২৪ মার্চ পূর্ব লন্ডনের ড্রিম ব্যাঙ্কেটিং হলে কেরাত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ১২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের সভাপতিত্বে জেনারেল সেক্রেটারি তারেক রহমান ছানু এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিনের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্না।

এরপর চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়। এতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টফেরি কমিউনিটি মসজিদ ইস্ট লন্ডনের ইমাম আব্দুল বাছির, তালিমুল কোরআন মেরিল্যান্ড স্টার্টফোর্ট মসজিদের ইমাম মৌলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং ইকরা একাডেমি লন্ডনের ইমাম হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্না।

কেরাত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন হাফিজ তালহা রহমান, তামজিদ আল কাদির, আদিয়ান রহমান, আরিজ আমিন, ইসমাইল আহমদ, মোয়াম্মার ইমতিয়াজ, আবির ইসলাম, আজহার হোসেন, মুছা সৈয়দ আহমদ, শাহওয়ার ইমতিয়াজ, ইয়াছিন হোসেন ও রেদওয়ান মাহমুদ। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন হাফিজ তালহা রহমান, দ্বিতীয় তামজিদ আল কাদির এবং তৃতীয় আদিয়ান রহমান।

অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কেরাত প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও সোশ্যাল ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম এবং স্পন্সর, ড্রিম ব্যাঙ্কেটিং হলের পরিচালক তোফাজ্জল আলম।এ সময় প্রতিযোগীদের সনদ এবং বিজয়ীদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সেফার, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান সালেহ আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু, জয়েন্ট সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আমির হোসেন, কালচারাল সেক্রেটারি মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল, এডুকেশন সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি সোহেল আহমদ চৌধুরী, স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, ইসি মেম্বার মুহিবুল হক, ইসি মেম্বার সুহেল আহমদ, বোর্ড মেম্বার ও কথাসাহিত্যিক রুহুল আমিন রুহেল, বোর্ড মেম্বার মাহমুদুর রহমান শানুর, বোর্ড মেম্বার সাব্বির আহমদ সাহেদ, বোর্ড মেম্বার রোমান আহমদ চৌধুরী, বোর্ড মেম্বার মো: মোস্তাক আহমদ হেলাল, বোর্ড মেম্বার সুহেল আহমদ, বোর্ড মেম্বার মো: মুকিতুর রহমান মুকিত প্রমুখ।

কেরাত প্রতিযোগিতায় কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি ইমদাদ হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক মাসুক উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, আই অন টিভির চিফ রিপোর্টার আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, এন টিভি ইউরোপের সিনিয়র রিপোর্টার কয়েছ আহমদ রোহেল, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডসের ট্রেজারার মিকাইল চৌধুরী, ইসি মেম্বার ইতোয়ার হোসেন মুজিব, সাবেক মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আব্দুল কাদির, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সহসাধারণ সম্পাদক শাহ আলম কাসেম, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের সাবেক বোর্ড মেম্বার কবির আহমদ বাদশা, সদস্য সাদেক আহমদ, তপু শেখ, আব্দুর রহিম, সৈয়দ ইমরান আহমদ প্রমুখ।

প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে কেরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার মাহফিল পরিচালনা কমিটিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক মোহাম্মদ জাকারিয়া, সদস্য নুরুল ইসলাম, আতিকুর রহমান শেফার, হাবিবুর রহমান, আব্দুল বাছিত, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ও মুহিবুল হক।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে অতিথিরা বলেন, পবিত্র কোরআন পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। ভালো একজন

বরেণ্য আলেম মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নুরের ইন্তেকাল

সৈয়দপুর আলীয়া মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, প্রবীণ আলেমেদ্বীন মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নুর আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ২৪ মার্চ রবিবার ১৩ ভোর ৫টা ১০ মিনিটে তিনি নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ৫ ছেলে ও ৩ মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর ছেলেরা হলেন যথাক্রমে, মাওলানা সৈয়দ মাছরুর কাসিমী, মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, মাওলানা সৈয়দ সালিম কাসিমী, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ।

এদিকে রোববার বিকেল সাড়ে ৩টায় বড়গোল ময়দানে হাজারো আলেম উলামাসহ ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের উপস্থিতিতে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিশিষ্টজনেরা মরহুমের কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি সবসময় হকের পথে অটল ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য এই সময়ের এক সুশীতল ছায়া। অসংখ্য গুণের মাঝে আমরা তাঁকে দেখেছি দ্বীনের পথে অটল একজন মনীষা।

জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমের বড় ছেলে মাওলানা সৈয়দ মাছরুর আহমদ কাসিমী। জানাজায় মরহুমের চতুর্থ ছেলে মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদের পরিচালনায় জানাজাপূর্ব মুহূর্তে শোকগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও মরহুমের জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করেন, আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা শায়খ আব্দুল বাছির সাহেব, সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা শায়খ সৈয়দ ফখরুল ইসলাম সাহেব, সৈয়দপুর দরগাহ মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক, চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা সৈয়দ আবু আলী, এডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী, মাওলানা হাফিজ সৈয়দ শামীম আহমদ, পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, জনাব আব্দুর সৈয়দ রকিব সাহেব, মাওলানা মুশতাক আহমেদ গাজিনগরী, মাওলানা তৈয়বুর রাহমান, মাওলানা কামরুজ্জামান, মাওলানা আব্দুল মুমিন, মাওলানা আখতারুজ্জামান তালুকদার, মাওলানা মুফতি মুতিউর রাহমান প্রমুখ।

এদিকে মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নুরের মৃত্যুতে টাওয়ার হ্যামলেটস এর নির্বাহী মেয়র লুতফুর রাহমান, জমিয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতি শায়খ জিয়া উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক,

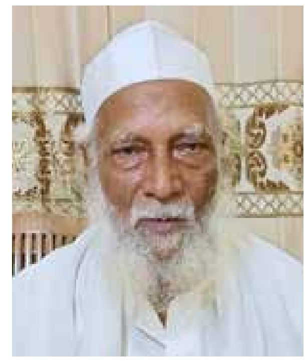

সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী, মহাসচিব মাওলানা মনজুরুল ইসলাম আফেন্দী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা বাহা উদ্দিন জাকারিয়া, ভারতের প্রখ্যাত আলেম মুফতি আফফান মনছুরপুরী, ব্রিটেনের শীর্ষ আলেম মাওলানা শায়খ আসগর হুসাইন, শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুর রাহমান মনোহরপুরী, মুফতি আব্দুর রাহমান মেঙ্গেরা, ইউ.কে জমিয়তের সভাপতি মাওলানা শোয়াইব আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, উমান, সহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নূর ১৯৪১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিলেট আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল এবং ঢাকা আলীয়া মাদরাসায় ইফতা বিভাগে পড়াশোনা করেন, তিনি কর্মজীবনে ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর আলীয়া মাদরাসায় ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন অবসর গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর সাথে আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন, দাওয়াতি কাজে তিনি তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষ মুরুব্বিদের সাথে দেশ বিদেশে বার বার সফর করেছেন। মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নুর পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন দ্বীনি আন্দোলনে ততকালীন শীর্ষ

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মার্চ পূর্ব লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য মোহাম্মদ জাকারিয়া।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সলিসিটর কাওসার হোসেন কুরেশির সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মুহিবুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নুরুল মতিন চৌধুরী। এতে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ। বিশেষ অতিথির আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মুখলেসুর রহমান চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর অহিদ আহমেদ, গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে'র প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মুমিন জাহেদী ক্যারল, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সেক্রেটারি মাসুক আহমেদ, ট্রেজারার মিকাইল আহমেদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ সোসাল ট্রাস্ট এর সভাপতি আনোয়ার শাহজাহান, সেক্রেটারি তারিকুর রহমান সানু, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিষ্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ।

এতে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে'র উপদেষ্টা বদরুজ্জামান বাবুল, মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, সহ সভাপতি রাজু মোহাম্মদ শিবলি, সহ সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ট্রেজারার মু. আব্দুল আলী, বিয়ানিবাজার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকে'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বাবুল আহমেদ, সেক্রেটারি মোহাম্মাদ নুরুজ্জামান, কমিউনিটি ট্রাস্টের ফান্ড রেইজিং সেক্রেটারি আমিরুল মুমিনীন আলমগীর, সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান শাহনুর, জাহাঙ্গীর হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিবুর রহমান (মেহেরপুর), আমিনুল ইসলাম মাহমুদ, ক্রীড়া সম্পাদক আবু সায়েম মঞ্জুর, ওয়াহিদুর রহমান, শুহেল আহমেদ বদরুল, শুয়েব আহমেদ, প্রেস ও প্রচার সম্পাদক আলী আহমেদ, এম এন হোসেন বুলবুল, ফান্ড রেইজিং সম্পাদক হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকারিয়া। তারবিয়া সেক্রেটারী, খায়রুল আমিন, নজরুল ইসলাম বাবুল, আবদুস সালাম, ট্রাস্টের সদস্য এতোয়ার হোসেন মুজিব, মাহমুদুর রহমান শানুর, আতিকুর রহমান শেফার, মাওলানা আব্দুর রব বেলাল, হাফেজ মাওলানা আব্দুল মোহাইমিন সুন্নাহ, সুরত উদ্দিন, রুমান আহমদ চৌধুরী, ইকবাল হোসেন, কাওসার আহমেদ, শরিফুজ্জামান, জাকারিয়া ইসলাম, জাহিদ রেজান, লাহিন আহমেদ, মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য আব্দুল মুকিত, সালেহ আহমেদ, সাব্বির আহমেদ, শরীফগন্‌জ উন্নয়ন সংস্থার সদস্য আব্দুল হক, খাইরুল ইসলাম প্রমুখ। এতে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা নুরুল মতিন চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন ৫ মে

মফিজ-গুলজার-মনির প্যানেলের নমিনেশন দাখিল

বিশ্বনাথ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের মর্যদা পুনরুদ্ধার, বিশ্বনাথের শিক্ষা বিস্তারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং ট্রাস্টকে একটি সম্মানজনক

অবস্থায় ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার নিয়ে মাফিজ-গুলজার-মনির প্যানেলের নমিনেশন দাখিল করা হয়েছে। গত ২৪ মার্চ রবিবার বিকেলে বিপুল সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণে ব্রিকলেনস্থ নির্বাচন কমিশনারের অফিসে নমিনেশন দাখিল করে ১৭ সদস্যের প্যানেল।

নমিনেশন দাখিলের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ মুরব্বী এবং ফাউন্ডার ট্রাস্টি আলহাজ্ব রইস আলী, আবুল কালাম আজাদ, প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রেজারার মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, মনির উদ্দিন বশির, আফসর মিয়া ছোট মিয়া, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল মনাফ, লাকী মিয়া, আব্দুস সুবহান ফারুক, আজিজুল খান রাজু,ফারুক মিয়া, কদর উদ্দিন, আকলুছ মিয়া, মদরিস আলী, মফজ্জুল আলী ,জাকের বক্স চৌধুরী,আব্দুল বারী, সাজিদ আলী মেনন, আব্দুস সুবহান ,নুরুল ইসলাম, মুমিন খান মুন্না, আব্দুস সুবহান ফারুক, জাকির হুসেন কয়েস, আব্দুর রব লিটন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৭ বছর পর আগামী ৫ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে ট্রাস্ট্রিদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

এদিকে, সিলেটের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের মাফিজ-গুলজার-মনির প্যানেলের আয়োজনে ইফতার এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইদিন ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে ইফতারপূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ মুরব্বী এবং ফাউন্ডার ট্রাস্টি আলহাজ্ব রইস আলী। প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী পদপ্রার্থী শরিফুল ইসলামের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন আবুল কালাম আজাদ, প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রেজারার মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, আব্দুল কুদ্দুস, আফসর মিয়া ছোট মিয়া, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, আব্দুস সুবহান, সাদেক আলী, ওয়াহিদ আলী, নুরুল ইসলাম, জ্যাকেল বখশ চোধুরী, আজিজুল খান রাজু, হাবিবুর রহমান, মুমিন খান মুন্না, আব্দুর রব, নাসির উদ্দিন আহমদ, আক্তার হুসাইন, আবু তাহের, সফিক মিয়া প্রমুখ।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী গুলজার খান, ট্রেজারার প্রার্থী মনির আহমদ, সহ-সভাপতি প্রার্থী ফারুক মিয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী কবির মিয়া, সাস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব, আব্দুল ওয়াদুদ সাহেল, শেখ মবশ্বির আলী প্রমুখ।

আলোচনা সভায় প্রবীণ ট্রাস্টিগণ দীর্গ ৭ বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন, একই সাথে মাফিজ-গুলজার-মনির প্যানেল সাধারণ ট্রাস্টিদের পক্ষের প্যানেল উল্লেখ করে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ট্রাস্টকে বাঁচাতে মফিজ-গুলজার-মনির প্যানেলের সবাইকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। আলোচনা সভা এবং ইফতার মাহফিলে উপস্থিত হওয়ায় মাফিজ-গুলজার-মনির প্যানেলের পক্ষ থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। শেষে দোয়া মাহফিলে দেশ এবং জাতির কল্যাণ কামনা করে মেনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নূর-এর মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের শোক

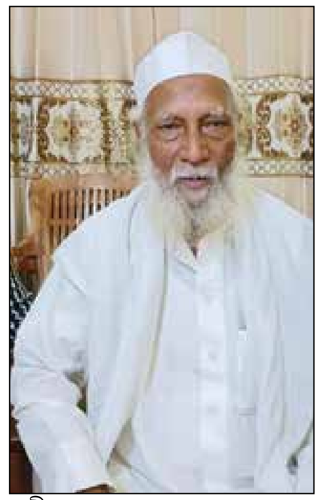

প্রবীণ আলেম মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নূরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক ও যুক্তরাজ্য শাখার সেক্রেটারি মাওলানা মুফতি ছালেহ আহমদ। এক শোকবার্তায় তারা বলেন, মাওলানা সৈয়দ আব্দুন নূর (রহঃ) আমৃত্যু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কাজ করে গেছেন। দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান দেশ জাতি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য দোয়া করি। একই সাথে শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে সবরে জামীল দান করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগর খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের আল খায়ের কনফারেন্স হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে শাখা সভাপতি মাওলানা

মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদীর পরিচালনায় মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতির মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর আলী,সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, কমিউনিটি লিডার শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মাষ্টার মুহাম্মদ আমীর উদ্দিন আহমেদ,আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান।অন্যান্যদের বক্তব্য বক্তব্য রাখেন শাখার সহ সভাপতির মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আলহাজ্ব সৈয়দ রফিকুল হক, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া,মাওলানা মুসা চৌধুরী,মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পবিত্র রমজান মাস হচ্ছে রহমত, বরকর, মাগফিরাত ও নাজাতের মহিমান্বিত মাস। এ মাসে সিয়াম সাধনা ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাকওয়া আর্জন করে আমাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কোরআন নাজিলের এই মাসে বেশি করে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং কোরআনের শিক্ষার দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দিতে সবাইকে কাজ করতে হবে। বক্তারা অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি দলের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মামুনুল হককে দ্রুত মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। শেষে গাজার মজলুম মুসলমান সহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ

কুলাউড়ায় সাবেক স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করলেন যুবক

টিকটকই কাল হলো রেখার

সিলেট প্রতিনিধি : টিকটক করতে গিয়ে পরিচয় থেকে প্রেম; এরপর বসলেন বিয়ের পিঁড়িতে। স্বামীর পরিবার বিয়ে মেনে না নেওয়ায় বিচ্ছেদ ঘটে তাদের। তবু দুজনের যোগাযোগ ছিল; দুজনে একসঙ্গে করতেন টিকটক। তবে অন্যদের সঙ্গে সাবেক স্ত্রীর খোলামেলা টিকটক মেনে নিতে পারেননি যুবক। এই রাগে সাবেক স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করেন যুবক।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার বরমচাল ইউনিয়নে আলোচিত রেখা বেগমকে (২০) হত্যার অভিযোগে তার সাবেক স্বামী রিয়াজ উদ্দিনকে (২২) ঢাকা থেকে গত ৩০ মার্চ শনিবার রাতে গ্রেফতার করে কুলাউড়া থানা পুলিশ। রোববার আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশের কাছে ও আদালতে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করে ঘাতক রিয়াজ।

পুলিশ জানায়, নিহত রেখা বেগম ও তার ঘাতক স্বামী রিয়াজ উদ্দিন দুজনেই ছিলেন টিকটকার। টিকটকার থেকে তাদের পছন্দেই বিয়ে হয়। রেখার পরিবার তখন মেনে নিলেও রিয়াজ উদ্দিনের পরিবার বিষয়টি সহজে মেনে নেয়নি। ফলে বিয়ের কিছুদিন পর পারিবারিক চাপে রেখাকে তালাক দেয় রিয়াজ।

বিচ্ছেদ হলেও তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বিদ্যমান। অন্য ছেলের সঙ্গে রেখা একটু খোলামেলা টিকটক করায় ক্ষিপ্ত হয় রিয়াজ উদ্দিন। বুধবার রেখা ও রিয়াজ একসঙ্গে টিকটক করেন। অন্য ছেলের সঙ্গে খোলামেলা টিকটক করার বিষয় নিয়ে কথা বলার একপর্যায়ে রেখার গলাটিপে ধরেন রিয়াজ। এ সময় রেখা চিৎকার করলে ওড়না দিয়ে তার মুখ পেঁচিয়ে রাখে। একপর্যায়ে রেখা মারা যান। ভোরে সেই ওড়না দিয়ে সুপারি গাছের সঙ্গে বেঁধে ঢাকায় চলে যান রিয়াজ। ঢাকা থেকে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রহিম রোববার তাকে আদালতে হাজির করেন। আদালতেও তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

কুলাউড়া থানার ওসি মোহাম্মদ আলী মাহমুদ জানান, উভয়ই টিকটকার ছিলেন। মনোমালিন্যের জের ধরে রিয়াজই হত্যা করেছেন রেখাকে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। ঘটনার পর কৌশলে তিনি এলাকা ছেড়ে রাজধানীতে পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নে শুক্রবার রেখা বেগমের (২০) লাশ সুপারি গাছের

টাকার ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্বে চাচাতো ভাইকে হত্যার অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে বালুর ভাগের টাকা চাওয়ার জেরে চাচাতো ভাইয়ের হাতে এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত ৩০ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর পশ্চিম ইউনিয়নের ধলাই নদী সংলগ্ন নয়াগাঙেরপাড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওইদিন দিবাগত রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান।

নিহত নুরুল মিয়া (২৫) নয়াগাঙেরপাড় গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল আজিদ কালাইর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে নিহতের চাচাতো ভাই অভিযুক্ত আখতার (২৫) পলাতক রয়েছেন।

স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, ধলাই নদী থেকে বালু উত্তোলনের জন্য স্থানীয় নয়াগাঙের পাড়ের এই রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টর আসা যাওয়া করে। এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তোলেন নুরুল ও তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা। গত শনিবার সন্ধ্যায় নুরুল তাঁর চাচাতো ভাই আখতারের কাছে ভাগের টাকা চায়। এতে দুজনের মধ্যে কথা-কাটিকাটি হয়।

শিলাবৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ বন্ধ, প্রকৌশলীকে পেটালেন কাউন্সিলর

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সিলেট নগরীর একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে প্রকৌশলীকে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কাউন্সিলর ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে গত ০১ এপ্রিৈ সোমবার মামলা হলে তোলপাড় শুরু হয়। গত ৩১ মার্চ রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঝড়োহাওয়ার সঙ্গে শুরু হয় বজ্রপাতও। কিছু সময় পর শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গে পড়তে থাকে ব্যাপক শিলা। ১০-১৫ মিনিট স্থায়ী ছিল শিলাবৃষ্টি। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ মো. সজিব।

রোববার রাতের বৃষ্টির মধ্যে শিলার আঘাতে সিলেট নগরীর মণিপুরী রাজবাড়ির ওয়ার্কশপের বাইরে রাখা ৪টি গাড়ির গ্লাস ভেঙে গেছে। উপশহরের সি ব্লকের আব্দুন নুরের বাসার ৫ তলার কাঁচের জানালা ভেঙে পড়েছে শিলার আঘাতে। খাদিম চা বাগানের প্রায় টিনের চাল ছিদ্র হয়ে গেছে। বৃষ্টির পর তুলে আনা একটি শিলা অনেক বড় ছিল। প্রায় ৫শ গ্রাম হতে পারে।

এদিকে শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের সময় ১১ কেভি ফিডার ফ□র কারণে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখায় বিনা অনুমতিতে কেপিআইভুক্ত কন্ট্রোলরুমে প্রবেশ করে সহকারী প্রকৌশলী মো. মাসুদ রানাকে পেটান সিলেট সিটি করপোরেশনের ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সিসিক) রায়হান হোসেন ও তার সহযোগীরা। রোববার রাতে দক্ষিণ সুরমা বড়ইকান্দি এলাকার বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩ কেপিআইভুক্ত কন্ট্রোলরুমে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ০১ এপ্রিল সোমবার কাউন্সিলর রায়হান হোসেনকে প্রধান আসামি করে তিনজনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ সুরমা থানায় মামলা দায়ের করেন সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩ সহকারী প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ রানা। এ মামলার পর জেলাজুড়ে তোলপাড় চলছে। মামলায় অভিযুক্ত অপর দুজন হলেন- দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দি এলাকার কাজী বায়েজিদ আহমেদ ও

বাবা-মা ও তিন ভাইয়ের পর চলে গেল শিশু সোনিয়ারও

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দগ্ধ শিশু সোনিয়া সুলতানাও (৮) মারা গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট থেকে ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়ার পর মঙ্গলবার দিবাগত রাত চারটার দিকে সে মারা যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের এ ঘটনায় সোনিয়ার মা-বাবা ও তিন ভাই-বোনও মারা গেছেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সে-ই বেঁচে ছিল। গত ২৮ মার্চ বুধবার সকাল ছয়টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

সোনিয়ার মামা আবদুল আজিজ মুঠোফোনে বলেন, গুরুতর দগ্ধ সোনিয়াকে প্রথমে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তার শরীরের ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর কিছু সময় পরই সে মারা যায়। লাশ নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছেন।

সোনিয়াদের বাড়ি উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব গোয়ালবাড়ী গ্রাম। সে স্থানীয় উত্তর গোয়ালবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত।

ঢাকায় সোনিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন পূর্ব গোয়ালবাড়ীর বাসিন্দা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন। জাকির হোসাইন মুঠোফোনে বলেন, 'খুব কষ্ট লাগছে। মেয়েটিকে বাঁচানো গেল না।'

গত ২৭ মার্চ মঙ্গলবার ভোরে বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টিতে সোনিয়াদের টিনের বসতঘরের ওপর ১১ হাজার ভোল্টের পল্লী বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে পড়ে। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার বাবা বাক্?প্রতিবন্ধী দিনমজুর ফয়জুর রহমান (৫০), মা শিরি বেগম (৪৫), বড় বোন সামিয়া সুলতানা (১৪), সাবিনা আক্তার (১১) ও ছোট ভাই সায়েম আহমদ (৭) মারা যায়। বুধবার বিকেলে স্থানীয় হাজী ইনজাদ আলী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ওই পাঁচজনের জানাজা হয়। এতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ কয়েক হাজার লোক অংশ নেন। পরে স্থানীয় কবরস্থানে পাশাপাশি তাদের লাশ দাফন করা হয়।

সিলেটে ওয়ার্ড-মাস্টার হাবিব ও জব্বারের সম্পদের পাহাড়

সিলেট ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪: ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতির আরও দুই 'নায়ক' ওয়ার্ড মাস্টার রওশন হাবিব ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির সভাপতি আব্দুল জব্বার। দুই হাতে টাকা কামিয়ে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়। এজন্য বারবারই তারা দু'জন বিতর্কিত হয়েছেন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে হাসপাতালে সিন্ডিকেট গড়ে টাকা লুটে যাচ্ছেন। সিলেট নগরেও আছে তাদের একাধিক বাড়ি।

গত জানুয়ারি মাসে তাদের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের কাছে আবেদন করেছিলেন হাসপাতালের এক কর্মচারী। তার এই অভিযোগ আমলে নিয়ে দুদকের তরফ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অবগত করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল ক্লিনিক দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের কার্যালয় থেকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালককে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশনা দেয়া হয়।

ওসমানীর পরিচালক এই চিঠি পাওয়ার পর হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এসএম আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আস আদ দীন মাহমুদ ও সিনিয়র স্টোর অফিসার ডা. জলিল কায়সার খোকন। গত ৭ মার্চ এক আদেশে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটিকে দায়িত্ব দেয়। তদন্ত কমিটির সদস্যরা অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের পর গত সপ্তাহে পরিচালকের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

তদন্ত কমিটির প্রধান ডা. এসএম আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, 'আমাদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেটি আমরা পালন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছি। অভিযোগের অনেক কিছুরই সত্যতা মিলেছে, আবার কিছু কিছু বিষয়ের মিলেনি।' তিনি জানান, 'আমরা হাসপাতালের স্বার্থে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে রিপোর্ট জমা দিয়েছি। পরবর্তী বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয় দেখবে।'

এদিকে- তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পর সেটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া হবে।'

সূত্রমতে, হাসপাতালের ব্রাদার সাদেক সিন্ডিকেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজোশ ছিল রওশন ও জব্বারের। সাদেক গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাদের দু'জনের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। রওশন ও জব্বার হাসপাতালের ওয়ার্ডে নিয়মিত ও আউটসোর্সিং কর্মচারীদের ডিউটি বণ্টন করেন। ওখানে তারা প্রতি মাসে আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা প্রতি কর্মচারীর কাছ থেকে নিয়ে থাকে। প্রতি জুন মাসে চাকরি নবায়নের নামে প্রায় তিনশ' কর্মচারীর কাছ থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে। আউট সোর্সিংয়ে থাকা এসব কর্মচারী টাকা না দিলে তাদের চাকরিচ্যুতসহ নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। আর আউট সোর্সিংয়ে ৩০০ লোক নেয়ার কথা থাকলেও ২০০ জন নিয়োগ দিয়ে বাকি ১০০ জনের বেতন আত্মসাৎ করা হয়। হাসপাতালের কর্মচারীদের জন্য ৫টি ভবনে মোট ৬০টি বাসা ও বিশাল খালি জায়গা রয়েছে। অধিকাংশ বাসাই খালি থাকায় রওশন ও জব্বার ভাড়া দিয়ে টাকা লুটে নিচ্ছে। আবার খালি প্লট ১ থেকে ৪ লাখ হারে বিক্রি করছে। ঘরসহ সরকারি কোয়ার্টারের ভূমি বিক্রি করা হচ্ছে ১০ লাখ টাকায়।

সিলেটে তরুণীকে ধর্ষণ: হুমকিতে এলাকাছাড়া ভুক্তভোগীর পরিবার

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে তরুণীকে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করার পর ভুক্তভোগীর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন পরিবারের সদস্যরা। মামলার প্রধান আসামি নগরীর ১১ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবদুস সালামকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিলুপ্ত করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওই কমিটি। এ ছাড়া মামলার অপর আসামি ১১ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আবদুল মনাফকে বহিষ্কারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত নেতার নাম আবদুস সালাম। তিনি নগরের লালদীঘিরপাড় এলাকার বাসিন্দা। আবদুল মনাফও একই এলাকার বাসিন্দা। একটি হত্যা মামলারও আসামি দু'জন। এ ছাড়া এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভে উত্তাল ইসরাইল নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : দখলদার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রাজধানী তেলআবিব বিক্ষোভ উত্তাল। এতে অংশ নিচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।

ইহুদিবাদী এই নেতাকে 'জিম্মি বিনিময় চুক্তির পথে বাধা' বলে উল্লেখ করে তাকে রাজনৈতিক দলের প্রবল চাপে রয়েছে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক জোট। গাজায় জিম্মিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সংহতি জানিয়েছেন এসব আন্দোলনকারী।

গত শনিবার শুরু হওয়া বিক্ষোভ ছড়িয়েছে তেলআবিব, জেরুজালেম, হাইফা, বেয়ার শেভা, সিজারিয়া এবং অন্যান্য শহরে। প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমে আসা

ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। তবে নেতানিয়াহু জানিয়েছে দিয়েছেন তিনি পদত্যাগ করবেন না।

গাজায় হামলা ঘিরে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রবল চাপে রয়েছে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক জোট।

রোববারের এই প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় হামলা ঘিরে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী হাজারও বিক্ষোভকারী গাজায় এখনো বন্দি থাকা ইসরাইলিদের মুক্তির দাবি জানায়।

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে জিম্মি লিরি আলবাগের মা শিরা আলবাগ বলেন, 'আমার ছেলে এবং অন্য জিম্মিরা কী অবস্থায় আছে, সেই চিন্তা ও ভয়ে ১৭৬ দিন ধরে অন্য কিছু ভাবতে পারি না। তিনি বলেন, জিম্মি বিনিময় চুক্তিতে যে-ই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে ইসরাইলের জনগণ ক্ষমা করবে না। এখন আর কোনো অজুহাত চলবে না।'

বিক্ষোভে অংশ নেন প্রায় ৫৪ দিন আগে মুক্তি পাওয়া জিম্মি রাজ বেন-আমি। বিক্ষোভকারীরা 'জিম্মি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়', 'তারা সবাই বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত থামব না' বলে স্লোগান দেন।

এদিকে বিক্ষোভ দমাতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরই মধ্যে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬ জনকে।

গাজায় বন্দি মাতান জাঙ্গাউকারের মা আইনাভ জাঙ্গাউকার বলেছেন, আমরা অবিলম্বে নেতানিয়াহুকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে না পারলে স্বজনদের জীবিত এবং দ্রুত বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারব না। আসবে তাদের লাশ। তাই আমরা আমাদের সংগ্রামের একটি নতুন পর্যায় শুরু করতে বাধ্য হয়েছি।

শনিবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভকারীরা জেরুজালেমে নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বাসভবনের বাইরে জড়ো হয়। এ ছাড়া রোববার শহরে আরেকটি গণবিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়।

এদিকে গাজায় বর্বরতা রেখেছে ইসরাইল। রোববার গাজার কর্তৃপক্ষ জানায়, আল-শিফা হাসপাতালে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযান ও হামলায় ৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া শতাধিক ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতারও করেছে।

গাজার মিডিয়া অফিস বিবৃতিতে বলেছে, নিহতদের মধ্যে রোগী, বাস্তুচ্যুত এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। রোববার পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৭৮২ জনে।

টাকার বিছানায় শুয়ে আছেন রাজনীতিবিদ, ছবি ভাইরাল

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : ভারতের আসাম রাজ্যের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন বসুমাতারি ৫০০ রুপির নোটের স্তূপের ওপর ঘুমাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। আসামের ওদালগুড়ি জেলার ভৈরাগুড়িতে গ্রাম পরিষদ উন্নয়ন কমিটির (ভিসিডিসি) এই চেয়ারম্যানকে একটি বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গেছে, যেখানে ছড়িয়ে আছে ৫০০ রুপির নোট। খবর এনডিটিভির। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, বোডোল্যান্ডের এই নেতা প্রধানমন্ত্রীর আবাসন প্রকল্প এবং গ্রামীণ চাকরি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বড় আকারের একটি দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত।

ওদালগুড়ি উন্নয়ন অঞ্চলে বসুমাতারির ভিসিডিসির অধীনে পিএমএওয়াই এবং এমএনআরইজিএ প্রকল্পের অধীন দরিদ্র সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে তিনি ঘুস নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ছবিটি সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ার পর সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া।

বসুমাতারি বোডোল্যান্ড-ভিত্তিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেলের (ইউপিপিএল) সদস্য কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরা দাবি করেছেন যে, তিনি ইউপিপিএলে আছেন।

যদিও ইউপিপিএলের দাবি, কয়েক মাস আগেই তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের জন্য ইউপিপিএলের পরিচিতি রয়েছে।

ইউপিপিএল প্রধান এবং বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের (বিটিসি) প্রধান নির্বাহী সদস্য প্রমোদ বোরো আজ সকালে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, বেঞ্জামিন বসুমাতারি আর দলের সঙ্গে যুক্ত নন।

প্রমোদ বোরো এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেঞ্জামিন বসুমাতারির একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমগুলোয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, বেঞ্জামিন বসুমাতারি আর ইউপিপিএলের সঙ্গে যুক্ত নন। তাকে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, বিটিসি সরকার তাকে ২০২৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভিসিডিসি চেয়ারম্যানের পদ থেকে বরখাস্ত ও অপসারণ করেছে।

আমি সকল গণমাধ্যম এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের অনুরোধ করছি যে, বেঞ্জামিন বসুমাতারিকে ইউপিপিএলের সঙ্গে যুক্ত করা থেকে বিরত থাকুন। তার ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার নিজের। দল তার ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্য দায়ী নয়।

তুরস্কের স্থানীয় নির্বাচনে এরদোগানের প্রার্থীদের পরাজয়

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : তুরস্কের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বড় জয় তুলে নিয়েছেন বিরোধী দলের প্রার্থীরা। মেয়র, প্রাদেশিক পরিষদ এবং আরও বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অংশ নেন দেশটির ভোটাররা।

ইস্তানবুল, আঙ্কারাসহ দেশটির প্রধান শহরগুলোয় বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে বিরোধী দলগুলো। হেরে গেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোগানের একে পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা। খবর বিবিসির। রোববার তুরস্কে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ১০ লাখেরও বেশি তরুণ ভোটার প্রথমবারের মতো তাদের ভোট দেন।

দেশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্তানবুলে আবারও মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন সিএইচপিপ্রধান একরেম ইমামোগলু। ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি, যা এরদোগানের একে পার্টির প্রার্থীর তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। দেশটির রাজধানী আঙ্কারায় ৫৯ শতাংশের বেশি ভোট নিয়ে জয় পেয়েছেন মনসুর ইয়াভাস। এ ছাড়া ইজমির, বুরসা, আদানা, আনাতালিয়াসহ বড় বড় শহরগুলোয়ও আধিপত্য সিএইচপির। বেশ কয়েকটি স্থানে জয় পেয়েছে ডিইএম। রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরও হয়নি। এমন সময় স্থানীয় নির্বাচনকে তার দলের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরাজয় থেকে শিক্ষা নেবে দল, ফলের পর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এমন বার্তা দেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট।

উল্লেখ্য, রোববার দিনব্যাপী নির্বাচনে দেশটির ৮১ প্রদেশে ৭৭ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ নির্বাচনের ফলের প্রেক্ষাপটে তুরস্কের রাজনীতি নতুন মোড় নিল। ২০২৮ সালের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইমামুগ্লু শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একে পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন বলে মনে করছেন দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নিজের জন্মদিনের কেক খেয়ে প্রাণ গেল শিশুর

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : ভারতের পাঞ্জাবে নিজের জন্মদিনের কেক খেয়ে মানভি নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৪ মার্চ ছিল ১০ বছরের ছোট্ট শিশু মানভির জন্মদিন। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে পরিবারের সঙ্গে নিজের জন্মদিনের কেক কাটে শিশুটি। কেকটি অর্ডার করা হয় একটি অনলাইন শপ থেকে। জন্মদিনের কেক কাটার সময়ের কিছু ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে তার পরিবার। যেখানে দেখা যায়, শিশুটি খুব খুশি। হাসিমুখে সবার শুভেচ্ছা নিয়ে কাটছে কেকটি।

মানভির দাদা হারবান লালের অভিযোগ, ওই কেকে বিষাক্ত কোনো উপাদান মেশানো ছিল। কেক খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর বমি করা শুরু করে শিশুটি ও তার বোন। বারবার পানি খেলেও তৃষ্ণায় ছটফট করছিল মানভি। সেই সময় মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কথাও জানায় সে।

প্রচণ্ড অস্বস্তিতে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ে মানভি। এর পর অবস্থা আরও খারাপ হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে অক্সিজেন এবং তার ওপর ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম প্রয়োগ করা হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি।

কেক ডেলিভারি দেওয়া সেই বেকারির মালিকের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর করেছে শিশুটির পরিবার। এ ছাড়া পরীক্ষার জন্য কেকের একটি নমুনা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে না চিনে যে কাণ্ড ঘটালেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল ২০২৪ : সফরে আসা অতিথিকে চিনতেই ভুল করলেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি। ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভেবে স্বাগত জানালেন আরেক কর্মকর্তাকে। জানিয়েছে সৌদিভিত্তিক গণমাধ্যম আরব নিউজ।

বৈরুত বিমানবন্দরে ঘটে এমন কাণ্ড। দুদিনের সফরে লেবাননে যান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনায় প্রস্তুত ছিলেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী মিকাতি। তখনই ঘটে বিভ্রান্তি। বিমান থেকে নেমে আসা ইতালীয় এক নারী কর্মকর্তাকেই মেলোনি ভেবে করমর্দন ও জড়িয়ে ধরেন তিনি। ওই প্রতিনিধিকে পাশে নিয়ে উলটো ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি। আরেক কর্মকর্তা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পর আবার ঘুরে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী মিকাতি। এর পর বিমানের দরজায় উঁকি দিয়ে তাকান মেলোনির দিকে। হাসিমুখেই অবশ্য পরিস্থিতি সামলে নেন লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী। অভিবাদন জানান মেলোনিকে। মেলোনিও তার উষ্ণ অভ্যর্থনার জবাব দেন।

ইতিকাফকারীর জন্য লাইলাতুল কদর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

মুফতি রুহুল আমীন কাসেমী

নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জগতের সব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে, সব মোহ মায়া ত্যাগ করে, সব বাধা বন্ধন উপেক্ষা করে, নিজের কলুষিত আত্মাকে পবিত্র করার লক্ষ্যে, একান্তভাবে দয়াময় আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার নাম ইতিকাফ। ইতিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়- পুরুষের জন্য নিয়তসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত আদায় হয়। আর মহিলাদের জন্য ইতিকাফের নিয়তসহ ঘরের ভিতর নামাজের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করা। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারাম, অতঃপর মাসজিদুন্ নববী, অতঃপর মাসজিদুল আকসা, অতঃপর পৃথিবীর সমস্ত জামে মসজিদ ও পাঞ্জেগানা মসজিদ। আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (সুরা বাকারা, আয়াত ২)।

রমজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শেষ দশকের রাত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের প্রথম ২০ রাতে কিয়ামুল লাইল করার আগে বা পরে কিছু সময় ঘুমাতেন। কিন্তু রমজানের শেষ দশকের প্রতি রাতে তিনি সারা রাত বা প্রায় সারা রাত জাগ্রত থেকে কিয়ামুল লাইল ও ইবাদতে রত থাকতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। আম্মাজান হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকের রাত এসে যেত তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জাগরিত থাকতেন, তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে দিতেন, তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকতেন এবং সাংসারিক, পারিবারিক বা দাম্পত্য কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

কেননা রমজানুল মোবারকের শেষ দশকের রাতগুলোতে রয়েছে লাইলাতুল কদর। এ রাতটি উম্মতে মুহাম্মদির জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। একটি রাতের ইবাদত ১ হাজার মাস বা প্রায় ৮৪ বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম, সুবহানাল্লাহ। কত বড় নেয়ামত যা মানুষের পক্ষে আলাদাভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, নবীজি ইরশাদ করেন, যদি কেউ ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় খাঁটি নিয়তে এ রাতে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদে জাগ্রত থাকে, আল্লাহতায়ালা তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে, অতঃপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তালাশ কর। (বুখারি)।

এ পবিত্র লাইলাতুল কদর লাভে ধন্য হওয়ার জন্য, আল্লাহর রসুল তাঁর উম্মতকে ইতিকাফ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করেছেন। তিনি তাঁর ওফাত পর্যন্ত এভাবেই ইতিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ তারপর ইতিকাফ করেছেন। (বুখারি)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যদি কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সামনে অগ্রসর হয়, তবে তা তার জন্য ১০ বছর ইতিকাফ করার চেয়েও উত্তম। আর যে ব্যক্তি এক দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করবে, আল্লাহ ওই ব্যক্তি ও জাহান্নামের মধ্যে তিনটি পরিখা দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর প্রত্যেক পরিখার প্রশস্ততা দুই দিগন্তের চেয়েও বেশি। (আল মুসতাদরাক)। নবীজি প্রথম দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা যা তালাশ কর তা সম্মুখে রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় দশকে তালাশ করলেন এবং বললেন, তোমরা যা তালাশ কর তা সম্মুখে রয়েছে। অতঃপর বললেন, তোমরা শেষ দশকের প্রতি রাতে তালাশ কর। কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে শেষ বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ কর। কোনো বর্ণনায় ২৭ রজনীও রয়েছে।

> মহিমান্বিত লাইলাতুল কদরের রজনী প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তারাই হবেন যারা শেষ দশকে ইতিকাফ করবেন। যার একটি রাতের অর্জন সারা জীবনের অর্জনের চেয়েও অনেক বেশি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ কারণে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন।

সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে, মহিমান্বিত লাইলাতুল কদরের রজনী প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তারাই হবেন যারা শেষ দশকে ইতিকাফ করবেন। যার একটি রাতের অর্জন সারা জীবনের অর্জনের চেয়েও অনেক বেশি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ কারণে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন। উম্মতের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা হিসেবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহল্লার কোনো মসজিদ ইতিকাফকারীশূন্য হলে সবাই গুনাহগার হবে। আল্লাহপাক আমাদের ইতিকাফ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : ইমাম ও খতিব, কাওলার বাজার জামে মসজিদ দক্ষিণখান, ঢাকা

জাকাত ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার

মোহাম্মদ সোহেলোর রহমান সাইফী

ইসলামের মৌলিক পাঁচ ভিত্তির অন্যতম ‘জাকাত’। পবিত্র কুরআনে এসেছে ‘এবং তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাকাত আদায় করো। অতঃপর তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন’ (সূরা রুম-৩৯)। জাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহপাক জাকাত দেওয়া ফরজ করেছেন যেন তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে নির্দোষ বা নির্বিঘ্ন করে দিতে পারেন’। (আবু দাউদ শরিফ। জাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। জাকাত যেহেতু অর্থসম্পদকে পুঁজিবাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে, মানুষের মন-মস্তিষ্ককে গর্ব-অহংকার, লোভ-লালসা ও কৃপণতার মলিনতা থেকে পরিচ্ছন্নতা রাখে। নিজের উপার্জিত সম্পদে সমাজের অবহেলিত শ্রেণির দাবি-দাওয়া পূরণে উৎসাহ জোগায় এ জন্য ইসলামের এ তৃতীয় স্তম্ভের নামকরণ হয় জাকাত। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ মুসলমান গরিবকে আল্লাহর ওয়াস্তে পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেওয়াকে জাকাত বলে।

জাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। নিজের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে জাকাত বলা হয়। এটি নামাজ রোজার মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনায় জাকাত ফরজ হয়। মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮২ জায়গায় এ জাকাতের কথা বলেছেন। জাকাত শব্দ দ্বারা ৩০ বার, আল ইনফাক শব্দ দ্বারা ৪৩ বার, আস সাদাকাহ শব্দ দ্বারা ৯ বার। ৩০+৪৩+৯= ৮২ বার।

এতবার যে বিষয়টি সম্পর্কে মহান রব বলেছেন অবশ্যই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু আমাদের অনেককে দেখা যায়, আমাদের ওপর ইসলামের এ মহান হুকুমটি ফরজ হয়ে আছে এরপরও আমরা এর প্রতি খেয়াল করি না। আমরা ভাবি আমাদের সম্পদ কমে যাবে। আসলে জাকাত দিলে সম্পদ কমবে না বরং বৃদ্ধি পায়। জাকাত দিলে যে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে তা মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন : আল্লাহতায়ালা সুদকে নিশ্চি□ করেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহতায়ালা অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

ধনী সম্পদশালী ব্যক্তিরা মনে করেন যে, জাকাতের দ্বারা সম্পদ কমে যায়, তা নিছক ভুল ধারণা। কেননা আল্লাহপাক পবিত্র কালামে পাকে ওয়াদা করেছেন যে, ‘জাকাত আদায়ের ফলে তিনি বান্দার সম্পদ দ্বিগুণ করে দেবেন’। জাকাত ইসলামের অন্যতম খুঁটি। কুরআন-হাদিসে জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বারবার তাগিদ করা হয়েছে।

কুরআন-হাদিসের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা জাকাতের বিধান প্রণোদিত হয়েছে। তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ কারও নেই। জাকাত অস্বীকারকারীকে শরিয়ত কাফির বলে আখ্যা দিয়েছে। কেননা ফরজের বিধান অস্বীকার করা কুফুরির অন্তর্ভুক্ত। যে তা আদায় না করবে সে ফাসিক। আর যে আদায় করতে বিলম্ব করবে সে গুনাহগার তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। (আলমগিরি : তরিকুল ইসলাম বাংলা ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারি)। অন্য হাদিসে এসেছে : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন যখন তোমাদের কাছে জাকাত আদায়কারী আসবে তখন সে যেন তোমাদের কাছে থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, জাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতে কোনো মুমিনের অনীহা প্রকাশ করার সুযোগ নেই। এর অস্বীকারকারী মুমিন থাকে না।

যার ওপর জাকাত ফরজ

নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে-এমন স্বাধীন ও পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর ওপর জাকাত ফরজ। তবে এর জন্য শর্ত হলো-১) সম্পদের ওপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকতে হবে। ২) সম্পদ বর্ধনশীল হতে হবে। ৩) নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে। ৪) সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ। ৫) ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে। ৬) নিসাব পরিমাণ সম্পদের সময় এক বছর পূর্ণ হতে হবে। যে পরিমাণ ধনসম্পদ থাকলে জাকাত ফরজ হয়, ইসলামি পরিভাষায় তাকে বলা হয় নিসাব। সম্পদের নিসাব হলো স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি, রুপা সাড়ে বায়ান্ন ভরি অথবা এর কোনো একটির সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার পণ্য। সুতরাং এ পরিমাণ সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ (২ দশমিক ৫০ শতাংশ) জাকাত দিতে হবে।

জাকাত দেবেন কাকে?

সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াত অনুযায়ী যারা জাকাত পাওয়ার উপযোগী, তারা হলেন- ১. ফকির : যার বেঁচে থাকার মতো সম্বল নেই বা খুব সামান্য। ২. মিসকিন : এমন অভাবী, যার রোজগার তার নিজের এবং তার ওপরে নির্ভরশীলদের অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ৩. জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের আমিলিন বলে। ৪. নব্য মুসলিম যার ইমান পরিণত হওয়ার পথে আছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কোনো অমুসলিম। ৫. মুক্তিপণ ধার্যকৃত দাস বা রিকাব। ৬. ঋণী ব্যক্তি যিনি জাকাতের অর্থে ঋণ পরিশোধ করতে চান। ৭. আল্লাহর পথে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি (মুজাহিদ)। ৮.

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৫	৪:৫১	৬:২৩	০১:০৮	৫:৩৭	৭:৪৪	৯:০০
শনিবার	০৬	৪:৪৯	৬:২১	০১:০৮	৫:৩৮	৭:৪৬	৯:০২
রবিবার	০৭	৪:৪৭	৬:১৯	০১:০৮	৫:৩৯	৭:৪৮	৯:০৪
সোমবার	০৮	৪:৪৪	৬:১৬	০১:০৭	৫:৪০	৭:৪৯	৯:০৫
মঙ্গলবার	০৯	৪:৪২	৬:১৪	০১:০৭	৫:৪২	৭:৫১	৯:০৬
বুধবার	১০	৪:৪০	৬:১২	০১:০৭	৫:৪৩	৭:৫৩	৯:০৮
বৃহস্পতিবার	১১	৪:৩৮	৬:১০	০১:০৭	৫:৪৪	৭:৫৪	৯:০৯

বেনজীর আহমদের সম্পদের পাহাড়

আগে ভেসে ওঠে পর্দায়।

প্রায় এক হাজার ৪০০ বিঘা জমির ওপর নির্মিত এই ইকো রিসোর্টের বিভিন্ন জায়গায় মাটি ভরাট করে বানানো হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়। সাগরের কৃত্রিম ঢেউ খেলানো সুইমিং পুলও রয়েছে এখানে। আছে হাজারের বেশি ভিয়েতনামি নারকেলগাছসহ বিভিন্ন ফলফলাদির গাছ। রয়েছে উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেমসহ বিশাল আকৃতির কনসার্ট হল।

দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একক পরিবারের জন্য বানানো এসব কটেজের পেছনে ব্যয় হয়েছে অর্ধকোটি টাকারও বেশি। যুগলদের কাছে কটেজের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় রিসোর্টের ভেতরে এখন আরো ৫০টি কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এত সব আয়োজন যেখানে, সেই রিসোর্টের নিরাপত্তায় পাশেই বসানো হয়েছে 'বিশেষ' পুলিশ ফাঁড়ি। যাতায়াতের জন্য সরকারি খরচে বানানো হয়েছে সাত কিলোমিটারের বেশি পাকা সড়ক।

দেশে এ রকম নজিরবিহীন আভিজাত্যে ঘেরা পর্যটন স্পটটির মালিকপক্ষ কারা জানেন? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদের পরিবার।

সাভানা ইকো রিসোর্ট প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জীশান মীর্জা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বেনজীরের বড় মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীর এবং পরিচালক ছোট মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীর।

শুধু এই এক ইকো রিসোর্টই নয়, পুলিশের সাবেক এই প্রভাবশালী শীর্ষ কর্মকর্তা তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের নামে অন্তত ছয়টি কম্পানির খোঁজ পাওয়া গেছে অনুসন্ধানে। এর পাঁচটিই নিজ জেলা গোপালগঞ্জে। জেলা সদরের সাহাপুর ইউনিয়নের বৈরাগীটোল এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীর অভিজাত এলাকাগুলোতে রয়েছে বেনজীর আহমেদের অঢেল সম্পদ। দামি ফ্ল্যাট, বাড়ি আর ঢাকার কাছেই দামি এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি। দুই মেয়ের নামে বেস্ট হোলডিংস ও পাঁচতারা হোটেল লা মেরিডিয়ানের রয়েছে দুই লাখ শেয়ার। পূর্বাচলে রয়েছে ৪০ কাঠার সুবিশাল জায়গাজুড়ে ডুপ্লেক্স বাড়ি, যার আনুমানিক মূল্য কমপক্ষে ৪৫ কোটি টাকা। একই এলাকায় আছে ২২ কোটি টাকা মূল্যের আরো ১০ বিঘা জমি।

এই বিপুল সম্পদের মালিক পরিবারের কর্তা পুলিশের সাবেক আইজি ও র‍্যাবের সাবেক ডিজি বেনজীর আহমেদ সরকারি বেতন-ভাতা থেকে কত টাকা উপার্জন করেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, ৩৪ বছর সাত মাসের দীর্ঘ চাকরিজীবনে বেনজীর আহমেদ বেতন-ভাতা বাবদ মোট আয় করেছেন এক কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ২০০ টাকা। এর বাইরে পদবি অনুযায়ী পেয়েছেন আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশ পুলিশের ৩০তম আইজিপি ছিলেন তিনি। ২০১১, ২০১২, ২০১৪ এবং ২০১৬ সালে পেয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল (বিপিএম)। অবসরে যাওয়ার আগে ২০২১ সালে ভূষিত হন শুদ্ধাচার পুরস্কারেও। ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবসরে যাওয়ার পর বেরিয়ে আসে সাবেক এই পুলিশকর্তার থলের বিড়াল।

সম্পদের মালিকানায় স্ত্রী ও দুই মেয়ে :

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সুকৌশলী বেনজীর আহমেদ নিজের নামে কোনো সম্পদ করেননি, করেছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে। গোপালগঞ্জে সাভানা ফার্ম প্রডাক্টস, সাভানা অ্যাগ্রো লিমিটেড, সাভানা ন্যাচারাল পার্ক, সাভানা ইকো রিসোর্ট, সাভানা কান্ট্রি ক্লাব বানিয়েছেন বেনজীর আহমেদ। বেস্ট হোলডিংস লিমিটেড নামের একটি কম্পানিতে বড় মেয়ে ফারহিনের নামে এক লাখ, আর ছেটে মেয়ে তাহসিনের জন্য কেনা হয়েছে আরো এক লাখ শেয়ার। এম/এস একটি শিশির বিন্দু (রেজি. পি-৪৩০৩৬) নামের ফার্মের ৫ শতাংশের মালিকানায় নাম রয়েছে বড় মেয়ের। আরো ৫ শতাংশের মালিকানা রয়েছে ছোট মেয়ের। একই প্রতিষ্ঠানে বেনজীরের স্ত্রী জীশান মীর্জার রয়েছে ১৫ শতাংশ অংশীদারি। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ২৫ শতাংশের মালিকানা রয়েছে বেনজীর আহমেদের স্ত্রী ও মেয়েদের।

যৌথ মূলধনী ফার্মসমূহের পরিদপ্তর থেকে একটি নথি ঢাকার জাতীয় পত্রিকা কালের কণ্ঠ'র হাতে এসেছে। সেটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সাবেক পুলিশ ও র‍্যাব কর্তা বেনজীর আহমেদ তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে গোপালগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেছেন সাভানা অ্যাগ্রো। ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনধারী সাভানা অ্যাগ্রো লিমিটেডের পরিচালক তিনজন। ১০টি শেয়ারধারী স্ত্রী জীশান মীর্জা চেয়ারম্যান, সমপরিমাণ শেয়ারের অধিকারী ২৯ বছর বয়সী বড় মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীর এমডি। আর মাত্র ২৪ বছর বয়সী ছোট মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীর আছেন পরিচালক হিসেবে। প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে সরেজমিনে যান কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক। সেখানে দেখা গেছে, ২০ কোটি নয়, সাভানা অ্যাগ্রোর রয়েছে কয়েক শ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও ব্যবসা।

বেনজীর আহমেদের পরিবারের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হলো সাভানা ন্যাচারাল পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কম্পানির (আরজেএসসি) তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই কম্পানির অনুমোদিত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা। সাভানা অ্যাগ্রোর মতো এই কম্পানির মালিকানায়ও আছেন স্ত্রী ও দুই মেয়ে। যথারীতি এখানেও স্ত্রী চেয়ারম্যান এবং মেয়েদের একজন এমডি, অন্যজন পরিচালক। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে এক লাখ করে মোট তিন লাখ শেয়ার। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এই পার্কের আয়তন প্রায় ৬০০ বিঘা। পার্কটি বড় করতে পাশে আরো ৮০০ বিঘা জমি কেনা হয়েছে। এখন ভরাট করা হচ্ছে।

যৌথ মূলধনী কম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর থেকে পাওয়া নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাভানা অ্যাগ্রোর নিবন্ধনে ঠিকানা হিসেবে দেওয়া হয়েছে ২২৮/৩, শেখপাড়া রোড, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ঠিকানাটি বেনজীরের শ্বশুরবাড়ি। বেনজীরের শ্বশুরের নাম মীর্জা মনসুর উল হক ও শাশুড়ির নাম লুৎফুন নেসা মনসুর।

নথির তথ্য মতে, বেনজীরের স্ত্রী জীশান মীর্জার জন্ম ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই। বড় মেয়ের জন্ম ১৯৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। ছোট মেয়ে জন্মেছেন ২০০০ সালের ১২ এপ্রিল। দুই মেয়ে মাত্র ২৯ ও ২৪ বছর বয়সেই কয়েক শ কোটি টাকার সম্পদের মালিক বনে গেছেন প্রভাবশালী পুলিশকর্তা বাবার অবৈধ আয়ের ওপর ভর করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্ত্রী জীশান মীর্জারও তেমন কোনো বৈধ আয়ের উৎস না থাকা সত্ত্বেও বিপুল বিনিয়োগে গড়ে তোলা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তিনি। জীশান মীর্জার পৈতৃক সূত্রে এত পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার সুযোগ নেই। একইভাবে বড় মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীরের ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর বিয়ে হলেও ছোট মেয়ের এখনো বিয়েই হয়নি। বড় মেয়ের বিয়ের প্রায় ১২ বছর আগে থেকেই বেনজীর কম্পানিগুলোর জন্য জমি কেনা শুরু করেন এবং মেয়েকে কম্পানির এমডি বানান।

সরেজমিনে বেনজীরের রিসোর্ট

বেনজীরের সম্পদের খোঁজে সরেজমিন অনুসন্ধানে গোপালগঞ্জ যায় অনুসন্ধানী দল। বৈরাগীটোল এলাকায় সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্কটিকে স্থানীয়রা 'বেনজীরের চক' নামে চেনে। পুলিশের মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের ডিজি থাকাকালে এলাকাটিতে স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে প্রায় এক হাজার ৪০০ বিঘা জমি কেনেন তিনি। এসব জমির বিঘাপ্রতি ক্রয়মূল্য ছিল তিন থেকে আট লাখ টাকা। এলাকাবাসী জানায়, বেনজীর জমিগুলো কেনার পর অন্ততপক্ষে ১৫ ফুট ভরাট করে রিসোর্ট বানিয়েছেন। কারণ এগুলো ছিল বদ্ধ জলাশয়। নিচু হওয়ায় বেনজীরের রিসোর্টটি আগে ছিল মাছের অভয়ারণ্য।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, সাভানা রিসোর্টে ১৫টি কটেজ বানানো শেষ করে পর্যটকদের কাছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এগুলো কাপলদের কাছে শুধু দিন হিসাবে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা, রাত হিসাবে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত একই দামে, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। রিসোর্টে চাকরিরত দায়িত্বশীলরা জানান, যেকোনো বয়সী ছেলেমেয়ে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এসব কটেজে থাকতে পারে। চাইলে রাতযাপন করতে পারে। বেনজীর বিলাসবহুল এই রিসোর্ট চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন থাইল্যান্ডসহ পশ্চিমা বিশ্বের আদলে।

রিসোর্টটির আলোকসজ্জা করতে কোনো মিটার ছাড়াই কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বিদ্যুতের সরকারি তার সরবরাহ করা হয়েছে কোনো খুঁটি ছাড়াই। মাটির ওপর দিয়ে নেওয়া এসব বৈদ্যুতিক তার যে কারো জন্যই প্রাণনাশের হুমকিস্বরূপ। সাগরের কৃত্রিম ঢেউ খেলানো সুইমিং পুলও রয়েছে এখানে। আছে হাজারের বেশি ভিয়েতনামি নারকেলগাছসহ বিভিন্ন ফলফলাদির গাছ।

শুধু তাই নয়, রিসোর্টটির নিরাপত্তায় পাশেই বসানো হয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি। আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থায় উন্নতি না হলেও এই রিসোর্টে প্রবেশ স্বাচ্ছন্দ্য করতে সাত কিলোমিটার সড়ক পাকা করা হয়েছে সরকারি খরচে। রিসোর্টের ভেতরেও সর্বত্র করা হয়েছে ঢালাইয়ের রাস্তা। রিসোর্টের সব রাস্তার হিসাব করলে দেখা যায়, প্রায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক পিচ ঢালাই করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, বেনজীরের নিজ প্রতিষ্ঠানের এসব রাস্তাও করা হয়েছে সরকারি খরচে।

জানতে চাইলে রিসোর্টের ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান অনুসন্ধানী টিমকে বলেন, 'বেনজীর আহমেদ এটিকে সাজাচ্ছেন দেশের সবচেয়ে বড় ইকোপার্ক ও বিলাসবহুল রিসোর্টের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। এ জন্য যা যা দরকার, তা-ই করা হচ্ছে।'

বেনজীরের কেনা জমির কয়েকজন মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ক্রমাগত চাপ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেন বেনজীর। ভয়ভীতিতে কাজ না হলে ভেকু দিয়ে জমির মাটি নিয়ে যেতেন। গভীর গর্ত করে শেষ পর্যন্ত জমি বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন পদে থাকায় তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি জমির মালিকরা।

ঢাকা ও পূর্বাচলে বিপুল টাকার সম্পদ

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীর গুলশানে সুবিশাল অভিজাত একটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে বেনজীর আহমেদের। গুলশান ১ নম্বরের ১৩০ নম্বর সড়কের ১ নম্বর বাড়িটির নাম 'র‍্যাংকন আইকন টাওয়ার লেক ভিউ'। ভবনের ১২ ও ১৩তম তলায় আট হাজার ৬০০ বর্গফুটের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তাঁর। সূত্র জানায়, আট হাজার ৬০০ বর্গফুটের এই অ্যাপার্টমেন্টের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা।

ভবনটি নির্মাণ করে র‍্যাংকন ডেভেলপমেন্টস। প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ১৯.৭৫ কাঠা জমিতে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের আয়তন দুই হাজার ১৫০ বর্গফুট। এখানে রয়েছে ১৩টি ফ্লোর এবং দুটি বেইসমেন্ট। সত্যতা নিশ্চিত করতে সরেজমিনে গেলে ভবনের নিরাপত্তাকর্মী মো. সবুজ জানান, ১২ ও ১৩তম তলায় রয়েছে বেনজীরের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট।

এ ছাড়া রাজধানীর মগবাজার আদ-দ্বীন হাসপাতাল সংলগ্ন ইস্টার্ন প্রপার্টিজের একটি বহুতল ভবনে চার হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট কিনেছেন বেনজীর আহমেদ।

পূর্বাচলে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাড়ি করেছেন বেনজীর আহমেদ। আনন্দ হাউজিং সোসাইটির দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় পোড়া মোড়ের পাশের এলাকায় অন্তত ৪০ কাঠা জমির ওপর গড়েছেন বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স বাড়ি। জমি ও বাড়ির মূল্য কমপক্ষে ৪৫ কোটি টাকা বলে ধারণা স্থানীয়দের।

ওই এলাকার বাসিন্দা মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, 'এই এলাকা ডোবা ও বিল হিসেবে আমরা দেখেছি। কিছুদিন আগেও এসব এলাকায় আমরা মাছ ধরেছি। পুলিশের কর্মকর্তারা আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার পরপরই বেনজীর আহমেদ এই জায়গায় মাটি ভরাট করে বাড়ি নির্মাণ করেছেন।'

দীর্ঘদিন ধরেই আনন্দ হাউজিং সংলগ্ন এলাকায় অটো চালান মো. শহিদুল ইসলাম। তিনি জানান, সোসাইটির ভেতরে সবচেয়ে দামি বাড়ি এটি। আনন্দ হাউজিং এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে বেনজীরের ডুপ্লেক্স বাড়িটি দেখার জন্য মাঝেমধ্যে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ।

রাজধানীর পূর্বাচলের ফারুক মার্কেটের পেছনের দিকে ১৭ নম্বর সেক্টরের ৩০১ নম্বর রোডের জি ব্লকে ১০ নম্বর প্লটের মালিক পুলিশের সাবেক এই আইজি। স্থানীয়রা বলছেন, ১০ কাঠা পরিমাণের এই প্লটের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২২ কোটি টাকা। বেনজীর আহমেদ পুলিশের আইজি থাকাকালে এই প্লট কেনেন। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, পুলিশের এই সাবেক আইজি তাঁর ১০ কাঠার প্লটটি বিক্রির পরিকল্পনা করছেন। এরই মধ্যে বেশ কিছু ক্রেতার সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। ওই এলাকার মোহাম্মদ নাঈম, আব্দুল কাদের ও মোহাম্মদ মোহসিন নামের তিন ব্যক্তি পুলিশের সাবেক এই আইজির ১০ কাঠার প্লটটির বিষয়ে আলাপকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের নাওড়ায় বেনজীর আহমেদের রয়েছে দুই বিঘা জমি, যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা।

বেনজীরের দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'আইন সবার জন্য সমান। কেউ যদি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেন, দুদক তদন্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।'

বেনজীর আহমেদ পুলিশের একজন প্রভাবশালী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন, এ ক্ষেত্রে দুদক কতটুকু কী করতে পারবে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আইনে প্রভাবশালী নিয়ে কিছু বলা নেই। সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রীরও দুর্নীতির বিচার হয়েছে। সুতরাং যে কারো দুর্নীতির বিষয়ে দুদক চাইলে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে পারে।

জানতে চাইলে দুদক কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, "বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অবশ্যই অনুসন্ধান করা হবে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, কারো বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে পর্যাপ্ত 'সাপোর্টিং পেপারস' আমাদের কাছে থাকতে হয়।"

তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্য পেলে দুদক বেনজীর কেন, যে কারো বিরুদ্ধেই অনুসন্ধান করবে। আর সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়ার পরও যদি অনুসন্ধান না করা হয়, তাহলে দুদকের বিরুদ্ধেই তো রিপোর্ট হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। পরে কালের কণ্ঠ'র পরিচয় দিয়ে খুদে বার্তা পাঠিয়ে নিউজের বিষয়ে বক্তব্য প্রয়োজন বলে জানানো হলেও তিনি সাড়া দেননি।

অবশেষে ফেসবুকে বেনজীরের পোস্ট

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ তাঁর অপকর্ম নিয়ে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোর বিষয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা ১১ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন বেনজীর আহমেদ। সেখানে তিনি লেখেন, দু একজন অনেক ক্ষিপ্ত, খুবই উত্তেজিত হয়ে এক্ষুনি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ লিখে ফেলছেন। দয়া করে সামান্য ধৈর্য্য ধরুন। ঘোষণাই তো আছে, "কুৎসার কিসসা আভি ভি বাকি হ্যায়।"

তবে সেই পোস্টটিকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি নেটিজেনরা। বেশির ভাগ মানুষই তাঁর পোস্টে পাল্টা প্রশ্ন করে দুর্নীতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকে আবার তাঁর আরো দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ আছে কি না, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছেন।

দাড়ি রাখার অনুমতি দিল

হয়েছে। কয়েক মাস ধরে নীতি পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ বাহিনীর এক মুখপাত্র। পর্যালোচনার ফলাফল পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সেনাদের মতামতের ভিত্তিতে নীতিটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেনা নেতৃত্ব।

তবে কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে সেনা এবং কর্মকর্তাদের শেভ করারও প্রয়োজন হতে পারে। এসব পরিস্থিতিতে তাদের শেভ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

নীতিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রিটিশ সেনা নেতৃত্ব আশা করছে, এর মাধ্যমে তারা নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে, বিগত দশকগুলোর তুলনায় যারা আজকাল মুখে দাড়ি-গোঁফ রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

বিবিসি জানিয়েছে-এর আগে ডেনমার্ক, জার্মানি এবং বেলজিয়ামের মতো বেশ কয়েকটি দেশের সেনাবাহিনী সৈন্যদের দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছে।

নতুন নীতি ঘোষণার আগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী শিখ, মুসলিম এবং রাস্তাফারিয়ানদের মতো কয়েকটি নির্দিষ্ট ধর্মের সেনাদের দাড়ি রাখার অনুমতি দিয়েছিল। যদি তাদের কার্যকারিতা, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না-কেবল তবেই দাড়ি রাখার অনুমতি ছিল।

দ্য টাইমস জানিয়েছে, ব্রিটিশ বাহিনীর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ননকমিশন ওয়ারেন্ট অফিসার পল কার্নি চার মিনিটের এক ভিডিও বার্তায় সৈন্যদের কাছে নতুন নীতিটি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'সিজিএস আপনাদের মতামত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের দাড়ি রাখার অনুমতি দেওয়া হলে চেহারায় পরিবর্তন আসবে।' এর আগে গত বছর যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শ্যাপস এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন-'সেনাবাহিনীতে দাড়ি নিষিদ্ধ করা হাস্যকর।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কেন আমি পদত্যাগ করেছি

অ্যানেল শেলিন

গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজায় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বোমা ব্যবহার করে আসছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এই বোমা হামলায় এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার শিশুসহ ৩২ হাজার মানুষ মারা গেছেন।

অগণিত মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন। খাদ্য অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার অভিযোগ করেছেন যে ইসরায়েল গাজার ২০ লাখ মানুষকে অনাহারে থাকতে বাধ্য করছে।

দাতাগোষ্ঠীর নেতারা সতর্ক করেছেন এই বলে যে যথেষ্ট খাদ্যসহায়তার ব্যবস্থা না করা গেলে এসব মানুষও মারা পড়বেন।

তারপরও ইসরায়েল রাফায় অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। গাজার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে এই রাফাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা রাফায় অভিযানের ফলাফল অকল্পনীয় হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন।

পশ্চিম তীরে সশস্ত্র বসতি স্থাপনকারী ও ইসরায়েলি সৈন্যরা মার্কিন নাগরিকসহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে। গণহত্যাবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাদের এসব ক্রিয়াকলাপ গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত হতে যেসব শর্ত থাকতে হয়, তার সব কটিই পূরণ করছে। আর এই গণহত্যার বাস্তবায়ন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কূটনীতিক ও সামরিক সহায়তায়।

গত বছর আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছি। পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের কাজে আন্তরিক ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি, আরও বিশ্বাস করি যে তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের মানবাধিকার ইস্যুটি। কিন্তু, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস ইসরায়েলের যে কর্মকাণ্ড 'গণহত্যা' বলে বিবেচিত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছে, সেই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সক্রিয় ভূমিকা রাখছে এবং আমি নিজেও এই সরকারের একজন প্রতিনিধি।

এই ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। যে প্রশাসন নির্বিচার নির্যাতনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে, আমার পক্ষে সেই প্রশাসনের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সে কারণেই আমি পদত্যাগ করেছি।

এই যুদ্ধের কারণে মানবাধিকারের পক্ষে ওকালতির নৈতিক যে দৃঢ়তা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল, তার সবটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। নাগরিক সমাজের সঙ্গে আমি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আমার অফিস মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত সাংবাদিকদের সাহায্য চেয়েছিল।

ফেসবুকে ২৫ বছর বয়সী মার্কিন বিমানবাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেলের শেষ পোস্টটি আমাকে আন্দোলিত করে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা অনেকেই নিজেদের জিজ্ঞাসা করি, যদি দাসপ্রথার যুগে আমাদের জন্ম হতো, তাহলে আমরা কী করতাম? অথবা দক্ষিণের জিম ক্রো? কিংবা অ্যাপারথেইড? আমার দেশ যদি গণহত্যায় লিপ্ত হতো, আমরা কী করতাম? উত্তরটা হলো, তোমরা তা-ই করছ। এখনই তা-ই করছ।'

কিন্তু যখন বেসরকারি সংস্থাগুলো জানতে চাইল যে গাজায় গ্রেপ্তার হওয়া বা মৃত ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্র কোনো সহযোগিতা করতে পারবে কি না, আমি খুবই হতাশ হয়ে দেখলাম যে আমার সরকার তাদের সুরক্ষা দিতে কিছুই করতে ইচ্ছুক নয়।

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের (সিপিজে) হিসাবে গাজার এই যুদ্ধে ৯০ জন সাংবাদিক নিহত হন। ১৯৯২ সাল থেকে সিপিজে সংঘাতকালীন প্রাণহানির হিসাব রাখছে। তারা বলছে, এত প্রাণহানি এর আগে কখনো ঘটেনি।

এভাবে পদত্যাগ করায় আমি খুব সম্ভবত ভবিষ্যতে আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজের সুযোগ পাব না।

সত্যি বলতে, এটা জানতে পেরে আমি একটু দুঃখও পেলাম। শুরুতে আমি প্রকাশ্যে পদত্যাগ করার কথা ভাবিনি। কারণ, পররাষ্ট্র দপ্তরে আমার কাজ ছিল স্বল্পমেয়াদি। আমাকে নেওয়া হয়েছিল দুই বছরের চুক্তিতে।

আমি ভাবিনি, প্রকাশ্যে পদত্যাগের ঘোষণা দিল ভীষণ একটা নাড়া পড়ে যাবে। কিন্তু, যখন আমি আমার সহকর্মীদের কাছে পদত্যাগের পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করলাম, তাঁরা আমাকে বললেন, 'দয়া করে আমাদের হয়ে আপনি কথা বলুন।'

সরকারের ভেতরে থেকেও অনেকেই গত কয়েক মাস নীতিগত পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করেছেন। যখন ব্যর্থ হয়েছেন, তখন কথা বলেছেন প্রকাশ্যে। আমি ও আমার সহকর্মীরা একদিকে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, অন্যদিকে আমাদেরই সরকার দিনের পর দিন হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা, ক্ষুদ্রাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলকে সাহায্য করেছে।

বাইডেন প্রশাসনের নিজস্ব নীতি অনুযায়ী, 'অস্ত্র হস্তান্তর বৈধ হবে তখনই, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রহীতা দেশ–দুটিই যেকোনো ক্ষতি থেকে বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেবে। বেসামরিক জনগণের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করেই যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ থেকে নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ করবে।' কিন্তু যে রাষ্ট্রপতি এই মহৎ নীতি প্রণয়ন করলেন, তিনিই সরাসরি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেই পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিচ্ছে না। কংগ্রেসে কয়েকজন ডেমোক্র্যাট নেতার চাপে পড়ে প্রশাসন নতুন করে নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই নীতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে বৈদেশিক সামরিক সহায়তা হস্তান্তরে যেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

তারপরও অতি সম্প্রতি পররাষ্ট্র দপ্তর নিশ্চিত করেছে যে তারা ইসরায়েল যুদ্ধ ও মানবিক সহায়তা বণ্টনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে না। এমন এক সময় পররাষ্ট্র দপ্তর এই দাবি করল, যখন পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা গাজায় ঢুকছে না এবং যুক্তরাষ্ট্রকে অভুক্ত গাজাবাসীর জন্য আকাশ থেকে খাদ্যসহায়তা ফেলতে হচ্ছে। বাইডেন প্রশাসনের এই আচরণ তামাশা ছাড়া কিছু নয়। তারা আইনও মানছে না, নির্দোষ ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যের কথাও ভাবছে না।

অনেকেই এই যুক্তি দেখাচ্ছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রভাব ইসরায়েলের ওপর নেই। তবে সাবেক ইসরায়েলি মেজর ইৎজহাক ব্রিক গত নভেম্বরে বলেন, 'ইসরায়েলের মিসাইল, বোমা ও যুদ্ধবিমান সবই আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যে মুহূর্তে এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে যুদ্ধও বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই জানে যে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া আমরা যুদ্ধ করতে পারব না। ব্যস।'

এখন ইসরায়েল লেবাননে অভিযান চালানোর কথা ভাবছে। এই আশঙ্কা আঞ্চলিক সংঘাত তৈরি করতে পারে, যার ফলাফল হবে ভয়াবহ। যুক্তরাষ্ট্র এই সংঘাত চায় না। কিন্তু তাই বলে গাজা বা অন্যত্র ইসরায়েলকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্রসরবরাহ বন্ধেরও কোনো উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র নেয়নি। ইসরায়েলের অতি ডানপন্থী সরকারকে সমর্থন দিয়ে বাইডেন এই অঞ্চলকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছেন, যার দরুন মার্কিন সেনারাও ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

এসব কারণে আমার সহকর্মীদের অনেকেই প্রতারিত বোধ করছেন। আমি আমার কথা লিখছি, কিন্তু আমি আসলে আরও অনেকের প্রতিনিধিত্ব করছি। এর মধ্যে রয়েছে ফেডস ইউনাইটেড ফর পিস। এটি সরকারি কর্মকর্তাদের একটি মঞ্চ, যে মঞ্চ থেকে সারা দেশের ত্রিশটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁদের সক্ষমতা অনুযায়ী যুদ্ধবিরতির পক্ষে সবাইকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডোনালড ট্রাম্প পররাষ্ট্র দপ্তরকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিলেন। তাই বাইডেন যখন আবারও এই দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন, তখন সবাই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছেই ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ও বোমা হামলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান, তাকে আমেরিকার নৈতিক নেতৃত্বের প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই একই প্রশাসন ইসরায়েলের অবৈধ দখল ও গাজার ধ্বংসযজ্ঞকে সমর্থন করেছে।

ফেসবুকে ২৫ বছর বয়সী মার্কিন বিমানবাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেলের শেষ পোস্টটি আমাকে আন্দোলিত করে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা অনেকেই নিজেদের জিজ্ঞাসা করি, যদি দাসপ্রথার যুগে আমাদের জন্ম হতো, তাহলে আমরা কী করতাম? অথবা দক্ষিণের জিম ক্রো? কিংবা অ্যাপারথেইড? আমার দেশ যদি গণহত্যায় লিপ্ত হতো, আমরা কী করতাম? উত্তরটা হলো, তোমরা তা-ই করছ। এখনই তা-ই করছ।'

আমি আসলে আর পেরে উঠছিলাম না। আমি আশা করি, আমার এই পদত্যাগ ইসরায়েলের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাহারে ভূমিকা রাখবে। আমার এই পদত্যাগ মৃত্যুঝুঁকিতে থাকা বিশ লাখ ফিলিস্তিনির জন্য, বিশ্বমঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানের স্বার্থে।

অ্যানেল শেলিন : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিস অব নিয়ার ইস্টার্ন অ্যাফেয়ার্সের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রবিষয়ক সাবেক কর্মকর্তা। গাজা যুদ্ধে গণহত্যা বন্ধে মার্কিন সরকারের উদ্যোগহীনতার প্রতিবাদে তিনি

বিশিষ্ট ব্যক্তি নিরূপণের মাপকাঠি কী

ইকতেদার আহমেদ

বাংলা 'বিশেষ' শব্দটির বিশেষণ 'বিশিষ্ট'। বিশেষ শব্দটির অর্থ বা সমার্থক শব্দ হলো- শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থক্য, প্রভেদ, তারতম্য, বৈচিত্র্য, বৈলক্ষণ্য, প্রকার, রকম প্রভৃতি। বিশিষ্ট শব্দটির অর্থ বা সমার্থক শব্দ হলো- অসামান্য, অসাধারণ, অনন্য সাধারণ, প্রসিদ্ধ, গুরুত্বপূর্ণ, আলাদা, স্বতন্ত্র প্রভৃতি। যেকোনো শব্দের বিশেষণ দ্বারা শব্দটির গুণ বা দোষ প্রকাশ করা হয়। বিশিষ্ট শব্দটির দ্বারা এর গুণের প্রকাশ ঘটেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে যখন কোনো ব্যক্তিকে আখ্যায়িত করা হয় তখন ধরে নেয়া হয়, তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। ব্যক্তিটির বিশেষ গুণ যেমন- সততা, আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা, বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি তাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করায় তিনি সমাজের দৃষ্টিতে বিশিষ্ট হিসেবে পরিগণিত। এ ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা একটি দেশ বা সমাজে নগণ্য।

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ একযোগে বা পৃথকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য বা বিবৃতি দেয়ার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের বিশিষ্টজন হিসেবে পরিচয়ের প্রকাশ ঘটান, যদিও দেশের জনমানুষের বড় অংশের কাছে এদের অনেকে রাজনৈতিক মতাদর্শিতা, পক্ষপাতদুষ্টতা, অসততা, চর হিসেবে ভিন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগামিত্ব প্রভৃতি কারণে বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিত ও বর্জনীয়। এ ধরনের বিতর্কিত ও বর্জনীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যখন বিশিষ্টজনের আবরণে বক্তব্য বা বিবৃতি দেন, তখন এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্টজনের নিষ্কলুষ অবয়ব মলিনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায়, দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর, দফতর, সংস্থা বা সরকার কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটি কোনো বিষয়ে সুপারিশ প্রদানে কতিপয় ব্যক্তিকে বিশিষ্ট ব্যক্তি উল্লেখে মতবিনিময়ে আহ্বান করে। এ ধরনের আহ্বানে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে যারা আমন্ত্রিত হয়েছেন তাদের কোন ধরনের যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে মতবিনিময়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে- এর কোনো ব্যাখ্যা কখনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কমিটি থেকে দেয়া হয়নি। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একজনের মধ্যেও যদি বিশিষ্টতার ঘাটতি থাকে তবে তা সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং এর পাশাপাশি দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর, দফতর, সংস্থা বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

পেশাজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিশিষ্টজন এক নয়। সুনির্দিষ্ট প্রতিটি পেশাজীবীর মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শীর সমারোহ ঘটে। একটি পেশাজীবী সংগঠনের সবাই সৎ, চরিত্রবান, যোগ্য, দক্ষ এমন দাবি যেমন যথার্থ নয়, অনুরূপ একটি পেশাজীবী একক সংগঠন হিসেবে একটি একক দলের অনুগত নয়। আমাদের পেশাজীবীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি। এসব প্রতিটি পেশাজীবী মতাদর্শের দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত। আমাদের দেশ ও সমাজ পেশাজীবীদের এ বিভক্তি মেনে নিয়েছে। একইসাথে দ্বিধাবিভক্তভাবে নিজ নিজ পেশাজীবী স্বীয় রাজনৈতিক আনুগত্যের বাতাবরণে আবদ্ধ। এদিক থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দেশ ও সমাজের কাছে কখনো কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শী, পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি যা তাকে বিতর্কের আবর্তে ফেলে দেয় এমন ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণীয় নয়। সুতরাং পেশাজীবী নামে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কখনো কোনো কর্তৃপক্ষ বা কমিটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন সে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তির নিরপেক্ষ চরিত্র কলুষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বা কমিটির নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়।

সুশীলসমাজ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সুশীলসমাজের পরিধি বিস্তৃত। দেশে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বিকশিত হতে না পারায় সুশীলসমাজ আজ ডান ও বাম ঘরানায় দ্বিধাবিভক্ত। যেকোনো সুশীলসমাজ ডান ও বাম ঘরানায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সরকার বা বিরোধী দলের লেজুড়বৃত্তি করলে তাকে আর সুশীলসমাজ বলা যায় না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুশীলসমাজের নিরপেক্ষ অবস্থান কাম্য। ডান ও বাম ঘরানার বাইরে আমাদের সুশীলসমাজের মধ্যে মধ্যবর্তী একটি ঘরানার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের সুশীলসমাজের বেশির ভাগ ব্যক্তি নিজ নিরপেক্ষ অবস্থান হারিয়ে ডান বা বামপন্থী হিসেবে সরকারি বা বিরোধী জোটের মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন। এ ধরনের সম্পৃক্ততা সুশীলসমাজের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের মোটামুটি নিরপেক্ষ বলা গেলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা নগণ্য। ডান ও বাম ঘরানার সুশীলসমাজের প্রভাবে বলতে গেলে তারা অনেকটা কোণঠাসা। বিশিষ্ট ব্যক্তি আপন মহিমায় ও চারিত্রিক মাধুর্যের সমুজ্জ্বলতায় নৈতিকতার উচ্চ শিখরে স্থান পাওয়ায় তার সাথে কোনোভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী সুশীলসমাজ তুলনীয় নয়।

দেশের প্রচলিত কোনো আইনে অনুসন্ধান কমিটি বা বাছাই কমিটির মাধ্যমে কোনো সংস্থার শীর্ষ পদে নিয়োগের নিমিত্তে নাম আহ্বানের উল্লেখ থাকলে অনুসন্ধান কমিটি বা বাছাই কমিটির পক্ষে মতবিনিময়ের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এমন তিনটি আইনের দু'টি যথা- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯-এ বাছাই কমিটির উল্লেখ রয়েছে; তবে উভয় আইনে বাছাই কমিটি কী পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বা কাদের সাথে মতবিনিময় করে নামের সুপারিশ প্রস্তুত করবে সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। অপরদিকে, সম্প্রতি প্রণীত অপর আইন যথা- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন-২০২২-এ উল্লেখ রয়েছে, পদ পূরণের নিমিত্ত অনুসন্ধান কমিটি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের কাছ থেকে নাম আহ্বান করতে পারবে।

সদ্য প্রণীত আইনটিতে নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানে অনুসন্ধান কমিটির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে একই উদ্দেশ্যে বাছাই কমিটির কথা বলা হয়েছে। আইনত্রয়ের অনুসন্ধান ও বাছাই কমিটির কাজের পরিধি এক ও অভিন্ন হলেও অনুসন্ধান ও বাছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তার প্রয়োগে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করার চেষ্টায় রত থাকেন। পক্ষান্তরে বাছাই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত নাম বাছাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তার প্রয়োগের সুযোগ অবারিত নয়।

উল্লিখিত তিনটি আইনের অনুসন্ধান বা বাছাই কমিটিতে স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশ সাংবিধানিক পদধারী। সাংবিধানিক পদধারীরা শপথের অধীন। সংসদ সদস্য ব্যতীত সাংবিধানিক সব পদধারীকে শপথের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হয় যে, তারা সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং এর পাশাপাশি আরো ব্যক্ত করতে হয়- ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সবার প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করবেন অথবা তাদের সরকারি কার্য ও সরকারি সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবেন না।

বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিশিষ্টজনের কোনো সংজ্ঞা বা নিরূপণের স্বীকৃত কোনো মাপকাঠি না থাকলেও আমাদের দেশ ও সমাজে হাতেগোনা দুয়েকজন রাজনৈতিক মতাদর্শমুক্ত, প্রাজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়পরায়ণতার পরিমাপে অসাধারণ ব্যক্তি যারা জনমানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে সর্বমহলে সম্মানিত ও সমাদৃত, এদের বিবেচনায় না নিয়ে যদি দলবাজ, ভুঁইফোঁড়, রাজনৈতিক মতাদর্শী, পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আমন্ত্রিত ও পুরস্কৃত হন সে ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তির নিষ্কলুষ অবস্থান ক্ষুণ্ন হয়।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

পাঠ্যক্রমে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম বিদ্বেষ

এ.বি.এম.ফজলুল করীম

একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন আদর্শ নৈতকতা সম্পন্ন দেশপ্রেমিক জাতি গঠন করা সম্ভব বিপরীতে শিক্ষাব্যবস্থা ভালো না হলে জাতির ধ্বংস অবধারিত। শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে তা জাতির মেরুদণ্ডকে ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ২০১০ সাল থেকে নতুন কারিকুলামের মাধ্যমে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা-নীতি-নৈতিকতা মুছে ফেলে মুসলমান সন্তানদের হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা গড়ে তোলার অপচেষ্টা চলছে। নিম্নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যবইয়ে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম বিদ্বেষ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

নতুন শিক্ষাক্রম প্রাইমারিতে 'সবাই মিলে কাজ করি' শিরোনামে মহানবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তৃতীয় শ্রেণিতে 'খলিফা হজরত আবু বকর রা:' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাদ দেয়া হয়েছে, চতুর্থ শ্রেণিতে 'হজরত ওমর' শিরোনামের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আর পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া হয়েছে 'বিদায় হজ্ব' নামে নবীজির জীবনী। পঞ্চম শ্রেণিতে আরো বাদ দেয়া হয়েছে কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত 'শিক্ষা গুরুর মর্যাদা' নামক একটি কবিতা। যা বাদশাহ আলমগীর মহত্ত্ব বর্ণনা উঠে এসেছে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদব কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করা হয়েছিল। বাদ দেয়া হয়েছে 'শহীদ তিতুমীর' নামক একটি জীবন চরিত।

এ প্রবন্ধটিতে শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ ছিল এবং তার দেশপ্রেম ফুটে উঠেছিল। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরস্কার' নামক একটি নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষণীয় ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে। বাদ দেয়া হয়েছে মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী-'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ'। একই শ্রেণিতে আরো বাদ দেয়া হয়েছে মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের লেখা 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটিও। সপ্তম শ্রেণিতে বাদ দেয়া হয়েছে 'মরু ভাস্কর' নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। অষ্টম শ্রেণিতে বাদ দেয়া হয়েছে 'বাবুরের মহত্ত্ব' নামক কবিতাটি। নবম/দশম শ্রেণিতে সর্বপ্রথম বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা 'বন্দনা' নামক ধর্মভিত্তিক কবিতাটি। দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আলাওল এর ধর্মভিত্তিক 'হামদ' নামক কবিতাটি। এরপর আরো বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি। বাদ দেয়া হয়েছে গোলাম মোস্তাফার লেখা 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি। আরো বাদ দেয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত 'উমর ফারুক' কবিতাটিও। উক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলোর মাধ্যমে আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ তৈরি হতো।

ইসলাম সম্পর্কিত লেখাগুলো শুধু বাদই দেয়া হয়নি এগুলো বাদ দিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে যুক্ত করা হয়েছে 'বই' নামে একটা কবিতা যেটা ধর্মীয়গ্রন্থ কোরআন বিরোধী কবিতা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে 'লাল গরু' নামে একটি ছোট গল্প আনা হয়েছে; এই গল্পে মুসলিম শিক্ষার্থীকে শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মতো, তাই জবাই করা ঠিক নয়। অর্থাৎ, এখানে শেখানো হচ্ছে 'হিন্দুত্ববাদ'। সপ্তম শ্রেণিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু' নামক একটা গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শেখানো হচ্ছে হিন্দুদের কালী পূজা ও পাঁঠা বলীর কাহিনী। নবম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি মানচিত্র দেয়া হয়েছে সেখানে সন্ত্রাসী ইসরাইলের নাম থাকলেও বাদ দেয়া হয়েছে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনের নাম। ৭ম শ্রেণির বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে বহুল আলোচিত 'শরিফ থেকে শরিফা' ট্রান্সজেন্ডার বা সমকামিতার গল্প। ৩য় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে হিন্দুদের মূর্তির ছবি। পরে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে বই ফেরত নেয়া হয়। এছাড়া মাদরাসার বইগুলোর প্রচ্ছদে ছেলেমেয়েদের বিতর্কিত ছবি যুক্ত করা হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে নাচ, গান ও সঙ্গীত। ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বই এ ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে এমনভাবে তোলে ধরা হয়েছে, যাতে স্বভাবজাত লজ্জা শরম কারো মাঝে থাকে না। ষষ্ঠ শ্রেণির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বইয়ের ৯৬ পৃষ্ঠায় একটি ছেলে বন্ধু তার মেয়ে বন্ধুকে স্পর্শ করাকে নিরাপদ স্পর্শ বলা হয়েছে। নবম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠায় ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের কোনো অবদান নেই এবং শুধুমাত্র হিন্দুদের অবদান ছিল বুঝানো হয়েছে। নতুন এ শিক্ষানীতিতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলাম ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে, যা আগে আবশ্যক ছিল। এগুলো কিসের আলামত, তা জাতিকে অনুধাবন করতে হবে এবং অবিলম্বে এগুলো বাতিল করা একান্ত দরকার বলে জাতি মনে করে।

এই বিষয়গুলো সরাসরি প্রমাণ করে যে, দেশে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টা চলছে। যাতে নতুন প্রজন্মের নৈতিক এবং আত্মিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে দেশের জনগণকে শোষণ করা যায়। তারা জানে ইসলামিক মূল্যবোধের শিক্ষিত একটি জাতিকে কোনোভাবে দমন করা সম্ভব নয়। তাই হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের কোমলমতি শিশুদের ইসলামবিদ্বেষী বানানোর আয়োজন চূড়ান্ত করেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০-১৫ বছর মধ্যে বাংলাদেশে এক হিন্দুত্ববাদী প্রজন্ম গড়ে উঠবে। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি ইসলামকে মুছে ফেলার চেষ্টা নিয়ে সুকৌশলে এগোচ্ছে। এখন বলতে গেলে হিন্দুত্ববাদীরাই পুরো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে বপন করছে হিন্দুত্ববাদের বীজ যাতে করে নৈতিক চরিত্র শিক্ষার্থীরা হারিয়ে ফেলে তার আয়োজন করা হয়েছে বলে জনগণ মনে করে।

নতুন এ শিক্ষাব্যবস্থায় সরাসরি কোরআন হাদিস উল্লেখ করে কোন ধর্মীয় শিক্ষা তো স্থান পায়নি, বরং কবিতা, গল্প আর প্রবন্ধের মাধ্যমে ন্যূনতম যতটুকু ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছিল তাও এই শিক্ষানীতিতে বাদ দেয়া হয়েছে। একইসাথে যুক্ত করা হয়েছে ইসলামবিদ্বেষী লেখকদের বিভিন্ন গল্প ও কবিতা। সাথে যুক্ত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কবিতা। আজকের লেখায় বর্তমান পাঠ্যকক্রমে হিন্দুত্ববাদের প্রসার ও আদর্শিক তথা ইসলামবিদ্বেষ অন্তর্ভুক্ত করণের সামান্য উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো।

এটি এদেশের মুসলিমদের ঈমান ও আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই হিন্দুত্ববাদী শিক্ষাব্যবস্থা বাদ দিতে বাংলাদেশের মুসলিমদের এখনই সোচ্চার হতে হবে। এখনই সময় সবাই মিলে ধর্মহীন এই হিন্দুত্ববাদী শিক্ষানীতিকে সরিয়ে ফেলার এবং ইসলাম ও মুসলিম মূল্যবোধ রক্ষা করার। তা না হলে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

লেখক : সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩ নং পৃষ্ঠার পর ...

যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এক নারী

করার অভিযোগ যে টিকটকারের বিরুদ্ধে উঠেছে-তিনিও বাংলাদেশের নাগরিক, থাকেন প্যারিসে।

অনলাইন ট্রলিংয়ের শিকার ওই নারীর নাম সুলতানা (ছদ্মনাম)। যুক্তরাজ্যের ইয়র্কশায়ার এলাকার বাসিন্দা সুলতানা বিবিসিকে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছিল আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। আমি প্রতিদিন কাঁদতাম; খেতে পারতাম না, ঘুমাতে পারতাম না।' 'একটা পর্যায়ে আমার মনে হতো যে, প্রতিদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়া ভাল। আমি আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছিলাম।'

সুলতানা নিজেও নিয়মিত টিকটক ব্যবহার করেন। সেখানে নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, ভালবাসার সঙ্গীর হাতে নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়মিত নিজের টিকটক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করতেন তিনি। ২০২১ সালে নিজের এক বন্ধুকে অনলাইন ট্রল ও বুলিং থেকে বাঁচাতে গিয়ে হাসান সাঈদ নামের প্যারিস নিবাসী ওই বাংলাদেশি টিকটকারের 'টার্গেটে' পড়েন তিনি। তখন থেকে হাসান সাঈদ নিয়মিত সুলতানাকে লক্ষ্য করে বিদ্রুপ, ঘৃণা ও হুমকিমূলক বিভিন্ন কন্টেন্ট পোস্ট করতে থাকেন। তারপর টানা দুই বছর এই যন্ত্রণা সুলতানাকে সহ্য করতে হয়।

'এই দুই বছর আমার ওপর দিয়ে কী গেছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাকে লক্ষ্য করে পোস্ট করা বিভিন্ন কমেন্টে লোকজন হাসাহাসি করত, উসকানিমূলক মন্তব্য ছড়াতো। আমি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকতাম এবং এক পর্যায়ে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় আমাকে। এখনও আমি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারের (পিটিএসডি) মধ্যে রয়েছি।'

যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির অধিকাংশ লোকজন ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। তবে এখানকার নারীদের মধ্যে টিকটক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বেশ জনপ্রিয়। কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হলো তাদের কাছে এমন একটি প্ল্যাটফরম যেখানে তারা মন খুলে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে পারেন, পছন্দসই কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারেন।

আর প্যারিসপ্রবাসী টিকটকার হাসান সাঈদও তার বিদ্বেষমূলক নানা কন্টেন্টের ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু বানান ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজনকেই। কারণ ফ্রান্সের কাউকে তিনি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন-এমন তথ্য পায়নি বিবিসি।

তবে প্যারিসের শহরতলি অঞ্চলে বসবাসকারী হাসান সাঈদের টিকটক অ্যাকাউন্টের ফলোয়ারের সংখ্যা হাজার হাজার।

টিকটকার হাসানের ট্রলিং বা বুলিংয়ের ধরন হলো-তিনি যাদের 'টার্গেট' করেন, প্রথমে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে তাদের ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করেন। তারপর সেসব ব্যবহার করে ভিকটিমদের বিরুদ্ধে উসকানি-ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক ভিডিও বানান।

হাসানের আরেক শিকারের নাম মাসুমা। স্বামীর সঙ্গে ওয়েলসে বসবাসকারী মাসুমা বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। টিকটকে নিয়মিত বিভিন্ন খাবারের রেসিপি শেয়ার করেন তিনি। এছাড়া তার নিজের একটি ছোটো দোকান রয়েছে। সেই ব্যবসাও তিনি পরিচালনা করেন টিকটকের মাধ্যমে।

২০২২ সালের কোনো একদিন টিকটকে নিজের রান্নার একটি ভিডিও লাইভ করার সময় হাসান কমেন্ট বক্সে বলেন, তিনি মাসুমার ভিডিও কন্টেন্টে অতিথি হিসেবে আসতে চান এবং কবে তার এই চাওয়া পূর্ণ হবে। মাসুমা তার এই 'চাওয়াকে' প্রত্যাখ্যান করলে হাসান মাসুমাকে 'ঝুলিয়ে দেওয়ার' হুমকি দেন।

তার কিছুদিন পরই একটি কন্টেন্ট টিকটকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন মাসুমা, যেখানে তার ছবি ও ঠিকানা ব্যবহার করে বলা হয়েছে-মাসুমা একজন যৌনকর্মী। তিনি টিকটকে রিপোর্ট করার পর যদিও সেই ভিডিও নামিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে এই ভিডিওর কারণে মাসুমাকে ব্যাপক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে যার জের এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে।

'ভিডিও ডিলিটের পরও অনেক দিন আমার ফোনে অপরিচিত বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন আসত এবং সেসব ফোনে অশ্লীল প্রস্তাব ও হুমকি দেওয়া হতো। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে আমার সব ছবি মুছে ফেলতে হয়েছে, ফোন নম্বর বদলাতে হয়েছে এবং দীর্ঘদিন টিকটক ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়েছে। এখন যদিও আমি ভিডিও শেয়ার করি, তবে আগের তুলনায় অনেক কম।'

তিনি আরও জানান, হাসানের বিরুদ্ধে ওয়েলস পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও হতাশ হয়েছেন। কারণ, পুলিশ তার অভিযোগ কানে তোলেনি।

যেভাবে ফাঁসলেন হাসান

তবে টিকটকার হাসান কেবলই যে বাংলাদেশি নারীদের লক্ষ্যবস্তু বানান-এমন নয়। কামরুল ইসলাম নামের এক যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিও ব্যাপক হয়রানির শিকার হয়েছেন তার কারণে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে টিকটকে নিজের স্ত্রীর ছবি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ঘুরে বেড়াতে দেখেন কামরুল। সেই ভিডিওতে তার স্ত্রী রুখতানকে 'পেশাদার যৌনকর্মী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিজের স্ত্রীর এমন আপত্তিকর ভুয়া ভিডিও দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন স্ত্রী-দুই সন্তান নিয়ে ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বসবাসকারী কামরুল। অনলাইনে হাসান সাঈদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব ভিডিও সরিয়ে দিতে বলেন তিনি।

কিন্তু তাতে ফলাফল হয় উলটো। হাসান এবং তার ফলোয়াররা কামরুল এবং তার পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে একের পর এক অশ্লীল- অপমানজনক কন্টেন্ট শেয়ার করা শুরু করেন টিকটকে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার কামরুল ও তার সন্তানদের হত্যা এবং তার স্ত্রী রুখতান ইসলামকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

'প্রথমে আমি ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, হাসান গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নানাভাবে হয়রানি করছে।'

'যখন এসব ঘটছে, আমার স্ত্রী তখন সাত মাসের গর্ভকালীণ অবস্থায়। আমার বড় সন্তান স্কুলে যায়। আমি প্রতিদিন তাকে স্কুলে পৌঁছে দিই। সারক্ষণ আমার মধ্যে ভয় কাজ করত-যদি আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী-সন্তানের ওপর হামলা হয়, তখন কী হবে? এই ভীতির কারণও ছিল। যুক্তরাজ্য ও ইংল্যান্ডে হাসানের বিপুল সংখ্যক ফলোয়ার রয়েছে।'

এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে টিকটক কর্তৃপক্ষকে হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মেইল করেন তিনি। পালটা মেইলে টিকটক কর্তৃপক্ষ জানায়, হাসান সাঈদ টিকটকের কমিউনিটি গাইডলাইন ভঙ্গ করার মতো কিছু করেননি।

বিবিসিকে কামরুল জানান, টিকটকের মেইল পাওয়ার পর থেকে দুশ্চিন্তা ও ভীতিজনিত কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। উপায় না দেখে প্যারিসে ব্রিটেনের দূতাবাসের মাধ্যমে ইংরেজি জানেন এমন একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ম্যাথিউ ক্রোইজেট নামের এক আইনজীবীর সঙ্গে কামরুলের যোগাযোগ করিয়ে দেয় ব্রিটেনের দূতাবাস। ক্রোইজেটের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর প্যারিসের একটি আদালতে হাসান সাঈদের বিরুদ্ধে মামলা করেন কামরুল ইসলাম।

কামরুলের আইনজীবী ম্যাথিউ ক্রোইজেট :

কিন্তু সেই মামলাতেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হচ্ছিল না। কামরুলের আইনজীবী ক্রোইজেট তাকে জানান, কয়েকটি কারণে মামলার কার্যক্রম এগোচ্ছে না। প্রথমত, যেসব পোস্টকে আপত্তিকর বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে-ফ্রান্সের প্রচলিত আইন ও সংস্কৃতিতে তা আপত্তিকর নয়। কেউ যদি হামলা না করে কেবল হুমকি দেয়-তাহলে তাকে বড় অপরাধ বলে মনে করে না ফ্রান্সের আইন।

দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় দেশটির বিচারকের সংখ্যা কম। তৃতীয়ত ফ্রান্সে ইসলামভীতি দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে এবং যেহেতু কামরুলের নামের সঙ্গে 'ইসলাম' রয়েছে, ফ্রান্সের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন।

এদিকে কামরুল যখন প্যারিসের আদালতে মামলার ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন, তখনও নিয়মিত তিনি ও তার পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে ঘৃণা ও উসকানিমূলক ভিডিও টিকটক, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করছিলেন তিনি।

হাল না ছাড়া কামরুল ইসলাম শেষ চেষ্টা হিসেবে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের অধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইনফরমেশন কমিশনার অফিসে (আইসিও) যোগাযোগ করে নিজের অভিযোগ জানান। সেই সঙ্গে টিকটক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোড করা আপত্তিকর ভিডিও গুলোর লিংকও শেয়ার করেন তিনি।

আইসিওতে অভিযোগ দেওয়ার পর কাজ হয়। ভিডিওগুলো দেখার পর আইসিও কর্মকর্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ভিডিওগুলো মুছে ফেলা এবং হাসান সাঈদের যাবতীয় আইডি অকার্যকর করতে টিকটক, ফেসবুক এবং ইউটিউবকে ৭ দিন সময় দেন।

এবং সাত দিন পার হওয়ার আগেই বিবৃতি জারির মাধ্যমে এই তিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জানায় হাসান সাঈদের যাবতীয় ভিডিও, পোস্ট ও কন্টেন্ট মুছে ফেলা হয়েছে এবং যেসব আইডি তিনি চালাতেন, সবগুলো ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

বিবিসিকে কামরুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানকার কমিউনিটি রক্ষণশীল। এখানে সামাজিক সম্মান রক্ষায় নারী নিপীড়ন, নির্যাতন এমনকি অনেক সময় ধর্ষণের মতো বড় অপরাধও চেপে যাওয়া হয়; আর হাসানের মতো দানবরা এই অবস্থার সুযোগ নেয়। আমি যুক্তরাজ্যে নিবাসী আমার সকল বোনকে অনুরোধ করে বলতে চাই, আপনার চুপ থাকবেন না। ঐক্যবদ্ধ হোন, আওয়াজ তুলুন। আপনারা যদি চুপ থাকেন, তাহলে হাসানের মতো অপরাধীরা আস্কারা পাবে এবং বার বার এ ধরনের অপরাধ ঘটাতে থাকবে। হাসান সাঈদের বক্তব্য জানার জন্য ফোন নম্বর জোগাড় করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিবিসি, কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। সূত্র : বিবিসি

যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি নষ্ট হয় বাংলাদেশে

এ হিসাবে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় হয়েছে মালদ্বীপে পরিবারপ্রতি ২০৭ কেজি। আর সবচেয়ে কম ১৮ কেজি হয়েছে মঙ্গোলিয়ায়।

খাদ্য অপচয়বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক কামরুল হাসান বলছেন, বাংলাদেশে উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোতে বেশি খাদ্য নষ্ট বা অপচয় হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক খাদ্য অপচয় নিয়ে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ঢাকায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় গবেষণা করেছেন।

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি বা ইউনেপের প্রতিবেদন : ইউনেপের আগের প্রতিবেদনের সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আগের চেয়ে ২০২২ সালে খাদ্য অপচয় বা খাদ্য উপাদান কিংবা তৈরি খাদ্য নষ্ট করার প্রবণতা বেড়েছে। ২০১৯ সালের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সংস্থাটি ২০২১ সালের প্রতিবেদনে জানায়, একজন বাংলাদেশি বছরে ৬৫ কেজি খাদ্য উপাদান কিংবা তৈরি খাদ্য নষ্ট করেন।

ফুড লস বা ফুড ওয়েস্ট আসলে কী? : গবেষকরা বলছেন, সাধারণভাবে খাবার সম্পূর্ণ না খেয়ে অপচয় করাটাই হল ফুড ওয়েস্ট। আর ফুড লস হল উৎপাদন বা আহরণের পর গ্রাহক পর্যায় পর্যন্ত না পৌছানো। সেটিও খাদ্য অপচয়ের মধ্যেই পড়ে।

আবার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে কোনো খাবার যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটি খাদ্য অপচয়ের আওতায় আসবে। এর মধ্যে ফুড লস হয় মাঠ পর্যায় থেকে গ্রাহকের হাতে আসা পর্যন্ত। আর ফুড ওয়েস্ট বা অপচয় হয় গ্রাহকের হাতে আসার পর।

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের চেয়ে বেশি কেন? : অধ্যাপক কামরুল হাসান বলছেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে তারা যে গবেষণা করেছেন তাতে দেখা গেছে, কমিউনিটি সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫-১৩ শতাংশ খাবার নষ্ট বা অপচয় হয়। 'বাসাবাড়ি ও হোটেল রেস্টুরেন্টে অনেক খাবার নষ্ট হয়। আমরা গবেষণায় পেয়েছি উচ্চ আয়ের বাসাগুলোতে সপ্তাহে একজন মানুষ দুই কেজির বেশি খাবার অপচয় করে থাকেন।' বিবিসি বাংলা

১৭৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

সেই অর্থই এবার পরিশোধ করলেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের অর্থ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার আইনজীবী আলিনা হাব্বা।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের আইনজীবী আলিনা হাব্বা বলেছেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বন্ডের অর্থ দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প তার আপিলের অধিকার প্রমাণ করতে এবং এই অন্যায় রায়কে বাতিল করতে উন্মুখ। বিবিসি।

আওয়ামী লীগ আজ পার্শ্ববর্তী

সেলে পরিণত হয়েছে। মেয়েদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদজনক হয়ে উঠছে। প্রতিদিন খবরে দেখা যায় এই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কিভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন করছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যুক্তরাজ্যে শাখার উদ্যোগে ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার বাংলাদেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে অতিরিক্ত অতিথি থাকায় বৃহৎ একটি হলে জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে লন্ডনের স্থানীয় ৩টি হলে একযোগে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দুই পর্বের অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রথম পর্বে ছিলো বাংলাদেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা এবং ২য় পর্বে ছিল পবিত্র কোরআন থেকে রমজানের ফজিলত সম্পর্কিত আলোচনা, দোয়া ও ইফতার মাহফিল।

বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ জোবাইদা রহমান ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ড. হাসানাত এম হোসাইন এমবিই, বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম, ব্যারিস্টার এম এ সালাম, আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, তাজুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, দপ্তর সম্পাদক (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদায়) ড. মুজিবুর রহমান মুজিব, স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীন, যুবদল সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিসিএ-এর সাবেক সভাপতি পাশা খন্দকার, সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর অহিদ আহমেদ, মুফতি শাহ সদর উদ্দিন, ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা প্রমুখ। যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটির সাবেক দায়িত্বশীলদের নেতৃত্বে এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের জোনাল কমিটির নেতৃত্বে এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে শত শত নেতা-কর্মী স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন ।

তিনটি হলে একযোগে অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কে যুক্তরাজ্য বিএনপি জানিয়েছে, অতিরিক্ত অতিথি থাকায় বৃহৎ একটি হলে জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে কমিউনিটির অতিথি ও দলীয় নেতা কর্মীদের জায়গা দিতে পরে আরো বৃহৎ দুটি হল নেয়া হয়। আলোচনায় বক্তারা স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দোয়া মাহফিলে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মঙ্গল কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধ করে দিলো ইসরাইল

এটি উত্থাপিত হয়েছিল নেসেটে। চার-পাঁচ দফায় পর্যালোচনার পর সোমবার ইসরাইলি আইনপ্রণেতাদের ভোটে বিলটি আইনে পরিণত হলো।

নতুন এই আইন অনুসারে, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যদি কখনও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে আলজাজিরাকে বন্ধ করে দিতে সুপারিশ করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদমাধ্যমটির সম্প্রচার ইসরাইলে বন্ধ করা, আলজাজিরার ইসরাইল শাখার কার্যালয় সিলগালা করা এবং সেখানকার সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করার এখতিয়ার পাবে রাষ্ট্রটির তথ্য মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয়, ইসরাইলে বিদেশি চ্যানেলগুলোও বন্ধ করতে পারবে কর্তৃপক্ষ।

আইনটি পাসের পর ইসরাইলে আল জাজিরা বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশটির যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, আলজাজিরা ইসরাইলের নিরাপত্তার ক্ষতি করেছে, ৭ অক্টোবরের গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে এবং ইসরাইলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়েছে।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজায় আল-জাজিরার অফিস রয়েছে। ২০২২ সালের মে মাসে আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে হত্যা করে ইসরাইল। ওই সময় জেনিন শহরে ইসরাইলের একটি সামরিক অভিযানের খবর কাভার দিচ্ছিলেন তিনি।

লন্ডনে বাড়ির বাইরে ইরানি টিভির উপস্থাপককে ছুরিকাঘাত

উপস্থাপককে ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। লন্ডনে তাঁর বাড়ির বাইরে তাঁকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করা হয়। ইরান ইন্টারন্যাশনাল এ তথ্য জানিয়েছে। ২০২২ সালে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে এ-সংক্রান্ত খবরাখবর ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল ইরান ইন্টারন্যাশনাল। টিভি চ্যানেলটি জানায়, ছুরিকাঘাতের শিকার উপস্থাপকের নাম পুরিয়া জেরাতি (৩৬)। একদল দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর হামলা চালায়। মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেছে, হামলার ঘটনাটি তদন্ত করছেন সন্ত্রাস দমনসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

পুরিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেট্রোপলিটন পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী কমান্ড ইউনিটের প্রধান ডমিনিক মারফি বলেন, এই হামলার পেছনে উদ্দেশ্য কী, তা খুঁজে বের করতে কর্মকর্তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা সম্ভাব্য সব বিষয়ই বিবেচনায় রাখছেন।

মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী একজন সাংবাদিক। তিনি যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফারসি ভাষার একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাঁর ওপর হামলার ঘটনাটি তদন্তের জন্য সন্ত্রাস দমনবিরোধী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগেও এই সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটির সাংবাদিকদের কয়েকবার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করে পুলিশ।

ডমিনিক মারফি বলেন, সতর্কতার অংশ হিসেবে দক্ষিণ লন্ডনের যে জায়গায় হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এবং লন্ডনের অন্যান্য স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের টহল জোরদার করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রায় ১৮ মাস আগে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের অন্যতম সংবাদসূত্র হয়ে উঠেছিল ইরান ইন্টারন্যাশনাল।

২০২২ সালের নভেম্বরে চ্যানেলটির ইরানি বংশোদ্ভূত দুই ব্রিটিশ সাংবাদিককে তাঁদের জীবনের সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল। একই সময়ে ইরানের গোয়েন্দাবিষয়ক মন্ত্রী ইসমাইল খাতিব বলেছিলেন, তাঁর সরকার ইরান ইন্টারন্যাশনালকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সংবাদমাধ্যমটির বিরুদ্ধে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তোলে তেহরান। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে সম্প্রচার কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ করে দেয় ইরান ইন্টারন্যাশনাল। পরে তারা নিজেদের সম্প্রচার স্টুডিও যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে নিয়ে যায়।

সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে তখন বলা হয়, ইরান সরকার-সমর্থিত হুমকির মুখে তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে লন্ডনের নতুন একটি স্থান থেকে টিভি চ্যানেলটির কার্যক্রম আবার শুরু হয়।

তিন মাসে ৪,৬০০

অফিস প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ৪ হাজার ৬৪৪ জন আশ্রয়প্রার্থী ছোট নৌকায় চেপে ইংলিশ চ্যানেলের আশপাশে পৌঁছেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩ হাজার ৭৭০ জন। আর তাদের আগের বছরে ছিল ৪ হাজার ১৬২ জন।

অনুমতি ছাড়া ব্রিটেনে পৌছানো আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় নির্বাসনের প্রকল্প লোকজনকে বিপজ্জনক চ্যানেল ক্রসিং করা থেকে বিরত রাখবে বলে প্রত্যাশা করছেন ঋষি সুনাক। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রুয়ান্ডা প্রকল্প নিয়ে আইনী লড়াই চলছে। তবে বৃটিশ সংসদে আগামী মাসে আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডা পাঠানোর বিলটি নিয়ে আবারও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

গত সপ্তাহে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, চ্যানেল অতিক্রম অব্যাহত রাখা লোকজনের উপস্থিতিই কেন রুয়ান্ডায় দ্রুত ফ্লাইট পরিচালনা করতে হবে, সেটি দেখিয়ে দেয়। আমরা ফরাসি পুলিশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি; যারা তাদের সৈকতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ ফ্রান্সের পুলিশ সদস্যরা এই বিপজ্জনক, অবৈধ এবং অপ্রয়োজনীয় যাত্রা ঠেকাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সূত্র: রয়টার্স

শিশুদের স্মার্টফোন ব্যবহার

মা-বাবা অনেক বেশি চিন্তিত। এমন অবস্থায় সমমনা অভিভাবকদের নিয়ে বাচ্চাদের স্মার্টফোনমুক্ত শৈশব উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করেন গ্রিনওয়েল এবং তাঁর বন্ধু ক্লেয়ার রেনলড।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এই আন্দোলনটি ব্যাপক গতি পায়। ইংল্যান্ডের নানা প্রান্তের অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে উদ্যোগটি। গ্রিনওয়েল বলেন, 'এখন ব্রিটেনের প্রায় প্রতিটি এলাকায় এই বিষয়ে পেশাদার (যেমন শিক্ষক) ও দক্ষতাসম্পন্ন (যেমন গবেষক, চিকিৎসক) ব্যক্তিদের নিয়ে কয়েকটি ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে।

এই ক্যাম্পেইনে প্রচার করা হচ্ছে, শিশুদের হাতে যেন স্মার্টফোন তুলে না দেওয়া হয়। অনেক অভিভাবকই জানিয়েছেন, শিশুদের নিরাপত্তার কারণেই তাদের মানা করতে পারছেন না তাঁরা।

মার্কিন সামাজিক মনোবিজ্ঞানী জোনাথন হাইটের সদ্য প্রকাশিত বই 'দ্য অ্যাংশাস জেনারেশন'-এ এসব অভিভাবকের উদ্বেগের বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে। এতে তিনি বলেছেন, 'তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হচ্ছিল। তারপর ২০১৩ সাল থেকে সবকিছুই এলোমেলো হতে শুরু করে। আমাদের বাচ্চাদের জীবন স্মার্টফোনমুক্ত করতে হবে।'

যুক্তরাজ্যে ১১ বা ১২ বছর বয়সী প্রায় সব শিক্ষার্থীর হাতে স্মার্টফোন রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্কুলমন্ত্রী ডেমিয়েন হিন্ডস। তিনি বলেন, এসব শিশুর মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহারে এক ধরনের প্রথা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
07940 782 876, 020 3540 0942

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SR SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

সারাবিশ্বে বছরে ১০০ কোটি টনের বেশি খাদ্য অপচয়

যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি নষ্ট হয় বাংলাদেশে

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : ২০২২ সালে বাসাবাড়ি, খাদ্য সেবা ও খুচরা পর্যায়ে সারাবিশ্বে মোট খাদ্যের প্রায় ১৯ শতাংশ (১০০ কোটি টনের বেশি) অপচয় হয়েছে। ওই বছর বাংলাদেশেও একজন ব্যক্তি বছরে ৮২ কেজি খাবার অপচয় করেছেন। বাংলাদেশে খাদ্য অপচয়ের এ প্রবণতা ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি।

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি ইউনেপের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এতে বলা হয়েছে, 'ওই বছর বিশ্বে বেশিরভাগ খাদ্য অপচয় হয়েছে বাসাবাড়িতে। মোট খাদ্য অপচয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ বাসাবাড়িতে হয়েছে। গড়ে একজন মানুষ বছরে ৭৯ কেজি খাবার অপচয় করেছেন।'

ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্ট-২০২৪ শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে ইউনেফ বলেছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের খাদ্য অপচয়ের প্রবণতা ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি ছিল। জাতিসংঘের হিসাবে বাসাবাড়িতে এক ব্যক্তি বছরে গড়ে ভারতে ৫৫, যুক্তরাজ্যে ৭৬, যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩ ও রাশিয়ায় ৩৩ কেজি খাবার অপচয় করেছেন। তবে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিএনপির ইফতার মাহফিলে তারেক রহমান

আওয়ামী লীগ আজ পার্শ্ববর্তী দেশের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, স্বাধীনতার মূলনীতি আজ ভূলণ্ঠিত। বাংলাদেশ আজকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঠিক আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী আজ ৪৩ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হাজার হাজার তরুণ দেশ থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। দেশে আজ কেউই নিরাপদবোধ করছে না। আমাদের পার্শবর্তী একটি দেশেও এ অবস্থা খোঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবেই দেশের তরুণরা দেশ ছাড়ছে। অনেকেই আবার সাগরে ডুবে মারা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য বিএনপিন কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথাগুলো বলেন।

আবরারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারেক রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হলগুলো আজকে ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের টর্চার ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আল-জাজিরার সম্প্রচার বন্ধ করে দিলো ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ৫ এপ্রিল : কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার সম্প্রচার বন্ধ করতে আইন পাস করেছে ইসরাইলের আইনসভা নেসেট। কয়েক দফা পর্যালোচনার পর সোমবার আইনটিকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ইহুদিবাদী দেশটির আইনপ্রণেতারা।

পাস হওয়া এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী ইসরাইলে আলজাজিরার সম্প্রচার বন্ধ করতে পারবেন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিল আকারে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে বাড়ির বাইরে ইরানি টিভির উপস্থাপককে ছুরিকাঘাত

দেশ ডেস্ক, ০৫ এপ্রিল : লন্ডনভিত্তিক ইরানি টিভি চ্যানেল ইরান ইন্টারন্যাশনালের এক ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ঈদ শুভেচ্ছা,
ঈদ মোবারক

এক মাস সিয়াম-সাধনা শেষে পবিত্র ঈদুল ফেতর আমাদের দোরগোড়ায়। ঈদ আমাদের জীবনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে।
পবিত্র ঈদুল ফেতর উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের মাইলএন্ড ওয়ার্ডের সম্মানিত সকল বাসিন্দাসহ যুক্তরাজ্যে সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আগাম শুভেচ্ছা।
ঈদ হোক নির্মল আনন্দের। ঈদ আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক অনাবিল সুখ, প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি।

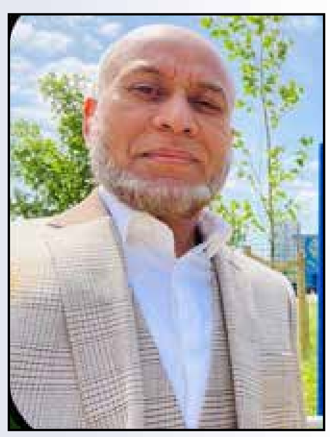

ঈদ মোবারক
মোঃ শাহ আলম
সাবেক কাউন্সিলার
মাইলএন্ড ওয়ার্ড
ডাইরেক্টর, আলম প্রোপার্টি মেনটেইন্যান্স

১৭৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিলেন ট্রাম্প

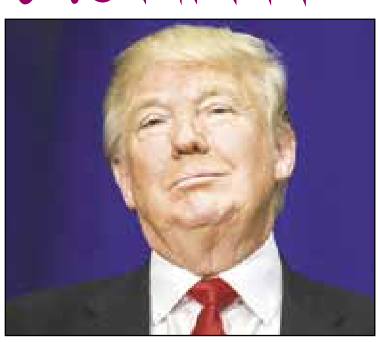

ঢাকা ডেস্ক, ৩ এপ্রিল : নিউইয়র্ক জালিয়াতি মামলায় ১৭৫ মিলিয়ন ডলার বন্ড দিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্পদ বাজেয়াপ্ত এড়াতে এ পদক্ষেপ নিলেন তিনি। সোমবার তিনি এ অর্থ জমা দেন।

এর আগে সেই মামলায় ট্রাম্পকে ৪৬৪ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। কিন্তু সেই শর্ত পুরণে সামর্থ্য ছিল না ট্রাম্পের।

পরে প্রাথমিকভাবে ১০ দিনের মধ্যে ট্রাম্পকে ১৭৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার আদেশ দেন আপিল আদালত। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk